NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ পূজা-র বিতর্ক প্রশ্ন তুলছে সংরক্ষণের 'ক্রিমি লেয়ার' নিয়ে

ইসলামপুর গুলিকাণ্ডে ২৪ ঘণ্টা পরেও অধরা অভিযুক্তরা ৬

কলকাতা ১৫ জুলাই ২০২৪ ৩০ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.7.2024, Vol.18, Issue No. 36 8 Pages, Price 3.00

কান ঘেঁষে বেরোল বুলেট, ভোটপ্রচারে রক্তাক্ত ট্রাম্প

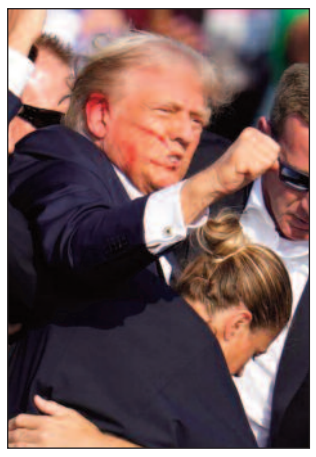

পেনসিলভেনিয়া, ১৪ জুলাই: নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বক্তব্য রাখতে শুরু করতেই আচমকা গুলির শব্দে মঞ্চে বসে পড়েন। নিরাপত্তাকর্মীরা ঘিরে ধরেন তাঁকে। শুরু হয়ে যায় হইচই, হট্টগোল। পরে ট্রাম্প উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। ডান কান থেকে রক্ত ঝরতে দেখা যায়। মুখেও রক্ত ছিল। তখন ট্রাম্প মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে তুলে বলে ওঠেন, 'ফাইট, ফাইট, ফাইট!'

এই ঘটনাটি ঘটে পেনসিলভেনিয়ার বাটলার এলাকায় স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যা সোয়া ছ'টা নাগাদ। এই হামলায় দর্শক সারিতে থাকা একজন নিহত ও আরও দু'জন গুরুতর আহত হয়েছেন। সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যদের গুলিতে নিহত হন সন্দেহভাজন হামলাকারীও। চিকিৎসার পর ট্রাম্প ভালো আছেন বলে তাঁর প্রচার শিবিরের তরফে জানানো হয়েছে। তবে নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাস চারেক আগে ট্রাম্পের ওপর কেন হামলা প্রসঙ্গে জানা যায়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে।

হামলার পরপরই ৭৮ বছর বয়সি ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্ট করেন। তাতে লেখেন 'এটা অবিশ্বাস্য যে আমাদের দেশে এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছে। হামলাকারী নিহত হয়েছেন।' পোস্টের শেষে ট্রাম্প লিখেন, 'ঈশ্বর আমেরিকার মঙ্গল করুন!' গুলিতে ডান কানের ওপরের অংশে ফুটো হয়ে গিয়েছে বলেও ওই পোস্টে জানিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'হঠাৎ আমি শব্দ শুনি, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি অঘটন ঘটেছে। আর তখনই অনুভব করি গুলি আমার চামড়া ফুটো করে দিয়েছে। অনেক রক্ত পড়তে থাকে, আমি তখন বুঝতে পারি কী ঘটেছে।'

হামলার সময় ট্রাম্প সবে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা ও সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে, সভাস্থলের কাছে একটি একতলা ভবনের ছাদ থেকে মঞ্চ লক্ষ্য করে পরপর কয়েকটি গুলি করা হয়। গুলি লাগার পর ট্রাম্প ডান হাত দিয়ে তাঁর ডান কান চেপে হাঁটু গেড়ে মঞ্চে বসে পড়েন। দ্রুত ছুটে আসেন সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা। ঘিরে ফেলেন ট্রাম্পকে। ঘিরে ধরেই সেখান থেকে ট্রাম্পকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা। পাশেই একটি গাড়িতে নিয়ে তোলা হয় ট্রাম্পকে। সেখান থেকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হামলার পর ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প সিক্রেট সার্ভিস ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। হামলাকারী গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত পদক্ষেপ করায় তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জানান। দ্রুত পদক্ষেপ করায় ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কাও সিক্রেট সার্ভিস ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার বাটলার এলাকায় নির্বাচনী সমাবেশে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হামলাকারীর নাম জানিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (এফবিআই)। মার্কিন গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, হামলাকারীর নাম টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস। তাঁর বয়স ২০ বছর।

জানা গিয়েছে, হামলাকারী ক্রুকস পেনসিলভেনিয়ার বেথেল পার্ক এলাকার বাসিন্দা। বাটলার থেকে এই শহরের দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার। গুলির এই ঘটনাকে হত্যার চেষ্টা ধরে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে সিক্রেট সার্ভিস। আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হবে। ২০২০ সালের মতো এবারও ট্রাম্প ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জো বাইডেনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন।

বারবার আমেরিকান

স্থান	কাল	পাত্র
ওয়াশিংটন	১৮৬৫	আব্রাহাম লিঙ্কন
ওয়াশিংটন	১৮৮১	জেমস গারফিল্ড
নিউ ইয়র্ক	১৯০১	উইলিয়াম ম্যাককিনলে
মিলওয়াউকি	১৯১২	থিওডোর রুজভেল্ট
মায়ামি	১৯৩৩	ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট
ব্লেয়ার হাউস	১৯৫০	হ্যারি এস ট্রুম্যান
ডালাস	১৯৬৩	জনএফ কেনেডি
ক্যালিফোর্নিয়া	১৯৬৮	রবার্ট এফ কেনেডি
সানফ্রানিসকো	১৯৭৫	জেরাল্ড ফোর্ড
ওয়াশিংটন	১৯৮১	রোনাল্ড রেগান
জর্জিয়া	২০০৫	জর্জ ডব্লিউ বুশ

উদ্বিগ্ন মোদি, নিন্দায় বিশ্ব

পেনসিলভেনিয়া, ১৪ জুলাই: প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনায় 'বিস্ময়, হতাশা ও শঙ্কা' প্রকাশ করেছেন বিশ্বের সব নেতারাই। প্রায় সবাই বলেছেন, গণতন্ত্রে এ ধরনের রাজনৈতিক হিংসা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এক্সে এক পোস্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, 'আমার বন্ধু প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলায় আমি গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। এই ঘটনার কঠোর নিন্দা জানাচ্ছি। রাজনীতি ও গণতন্ত্রে সহিংসতার কোনও স্থান নেই। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। নিহত ব্যক্তির পরিবার, যাঁরা আহত হয়েছেন এবং আমেরিকার জনগণের প্রতি আমাদের সমবেদনা ও প্রার্থনা রইল।' আগামী ৫ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্পের ওপর হামলার পরপরই এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বিবৃতি দিয়ে বাইডেন বলেন, 'আমেরিকায় এই ধরনের হিংসার কোনও স্থান নেই। এটা অসুস্থ মানসিকতা। সবার উচিত এই ঘটনার নিন্দা জানানো।' ট্রাম্প হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বাইডেন টেলিফোনে কথা বলেছেন বলে হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছে। ট্রাম্পের ওপর হামলার পরদিন রবিবার সকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জানান, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনায় তিনি ও তাঁর স্ত্রী সারা ব্যথিত। নেতানিয়াহু লিখেছেন, 'তাঁর নিরাপত্তা এবং দ্রুত আরোগ্যলাভের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি।'

খড়দায় ট্রেন গাড়ির সংঘর্ষ

বড় বিপদ থেকে রক্ষা

সিসিটিভি ফুটেজ থেকে প্রাপ্ত ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়দা: খড়দায় ট্রেন ও গাড়ির সংঘর্ষ। বন্ধ লেভেল ক্রসিংয়ে দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ। অল্পের জন্য বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কারও হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, লেভেল ক্রসিং খোলা ছিল, গালি ঢুকতেই সংঘর্ষ হয়। কেউ আহত না হলেও, রেলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ খড়দা আর সোদপুর স্টেশনের মাঝে একটি লেভেল ক্রসিং বন্ধ হচ্ছিল। অভিযোগ, দু'টি চারচাকা গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে রেললাইনে উঠে পড়ে। অথচ ট্রেনের সিগন্যাল সবুজ হয়ে যাওয়ার ফলে অন্য প্রান্তের গেট বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় খড়দা স্টেশন ছেড়ে এগোচ্ছিল লালগোলা-কলকাতা হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস। রেললাইনের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা স্করপিও গাড়িতে ধাক্কা মারে ট্রেনটি। স্করপিও গাড়িটির ধাক্কায় সরে যায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ইন্ডিকা গাড়ি।

বিপদের ইঙ্গিত পেয়েই তড়িঘড়ি গাড়ির যাত্রীদের নামিয়ে আনা হয়। দাঁড়িয়ে যায় ট্রেনও। পরে দেখা যায়, ইন্ডিকা গাড়ি তেমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হলেও স্করপিওটির একাংশ দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। ভেঙে যায় পিছনের কাচটিও। এই ঘটনা প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, 'সিগন্যাল না মেনেই গাড়ি দু'টি রেললাইনের ওপরে উঠে পড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। রেলের তরফে এই বিষয়ে বার বার সতর্ক করেও কাজের কাজ হচ্ছে না। রেল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে।'

৪৬ বছর পর মাহেন্দ্রক্ষণে খুলল দরজা

হে জগন্নাথ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন...

পুরী, ১৪ জুলাই: রবিবার দুপুর ১টা বেজে ২৮ মিনিট নাগাদ মাহেন্দ্রক্ষণে খোলা হল পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভান্ডারের দরজা। যে ভাণ্ডারে দ্বাদশ শতকের পুরনো মন্দিরের মূল্যবান রত্ন জমা আছে বলে বিশ্বাস। ৪৬ বছর পার করে সেই ভান্ডার রবিবার খোলা হল ভারতের পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগের পরামর্শে রত্নভাণ্ডারটির সংরক্ষণের জন্য।

দ্বাদশ শতকের জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডার নিয়ে বিবিধ কাহিনি কথিত আছে, ভান্ডারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জগন্নাথ মন্দিরের বিপুল রত্নরাজির প্রহরা দেয় সাপ! যদিও সেই সব দাবির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আপাতত রবিবার রত্নভান্ডারটির দরজা খোলার পরে তার ভিতরে প্রবেশ করে ১১ সদস্যের একটি দলের। দলটিতে রয়েছেন রত্নভাণ্ডার নিয়ে গঠিত বিশেষ কমিটির সভাপতি বিচারপতি বিশ্বনাথ রথ এবং কমিটির সদস্য তথা জগন্নাথ মন্দির প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মুখ্য প্রশাসক অরবিন্দ পাধি, পুরীর মহারাজা গজপতির একজন প্রতিনিধি এবং কমিটির বিশিষ্ট সদস্য সিবিকে মোহান্তি। এ ছাড়াও সাপেদের এড়াতে মন্দিরের ভিতরে এবং বাইরে উপস্থিত রয়েছেন স্নেক হেল্পলাইনের দু'টি বিশেষজ্ঞ দল। তবে মন্দিরের তরফে জানা গিয়েছে, রবিবার শুধুই রত্নভাণ্ডারের ভিতরের অংশটি ঘুরে দেখবে দলটি। রত্নভাণ্ডারের ভিতর থেকে কোনও সম্পদ বাইরে আনার কাজ হবে না।

এই রত্নভান্ডারের দু'টি প্রকোষ্ঠ, একটি বাইরের অন্যটি ভিতরের। রবিবার রত্নভাণ্ডারের দরজা খোলার পরে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে এই কাজের সাফল্য কামনা করেছেন ওড়িশার নতুন মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। তাঁর দপ্তরের এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, 'হে জগন্নাথ, তোমার ইচ্ছেতেই এই মন্দিরের চারটি দরজা খুলেছিল। আবার তোমারই ইচ্ছেতে ৪৬ বছর পরে মন্দিরের রত্নভাণ্ডারের দরজাও খুলে গেল। এই মহৎ কাজ সফল হবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

পুরীর জগন্নাথ মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, রত্নভান্ডারের সম্পদ বিশেষ ভল্টে রাখার পরিকল্পনা থাকায় রবিবার রত্নভাণ্ডারের দরজা খোলার আগেই সেখানে পৌঁছে যায় ৬টি বড় সিন্দুক। সূত্রের খবর, প্রথমে রত্নভাণ্ডারের থাকা ধনরাশির অডিট করা হবে। তার পরে তা পাঠানো হয় সুরক্ষিত ভল্টে। রত্নভাণ্ডারে দরজা খোলা এবং তা সংরক্ষণের প্রক্রিয়ার জন্য যে উচ্চস্তরীয় কমিটি তৈরি করা হয়েছিল, তারাই এ কাজের জন্য একটি পদ্ধতি তৈরি করে দিয়েছে, আর তাতে ওড়িশার নবগঠিত সরকার অনুমোদন দেয়।

১০০ মিলিয়ন

■ নয়া মাইলস্টোন পার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ফলোয়ারের তালিকার শীর্ষে উঠে এলেন। রবিবার টুইটারে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা ১০০ মিলিয়ন অর্থাৎ ১০ কোটি ছুঁয়ে ফেলল। আপাতত তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে ফলোয়ারের সংখ্যা পুরোপুরি ১০০ মিলিয়ন দেখাচ্ছে। এক্সে ফলোয়ার সংখ্যার ইতিহাসে আর যে কোনও রাষ্ট্রনেতার থেকে এগিয়ে আছেন মোদি।

নিহত জওয়ান

■ এখনও মণিপুরে হিংসা অব্যাহত। রবিবার সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা হঠাৎই সিআরপিএফ জওয়ান এবং মণিপুর পুলিশের যৌথ নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা চালালে এক সিরিপিএফ জওয়ান নিহত হন। মৃতের নাম অজয় কুমার ঝাঁ। আহত হয়েছেন ৩ জন। তাঁর মধ্যে একজন জিবরাম থানার সাব-ইন্সপেক্টর। মণিপুর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার মনমুঙ্গ গ্রামে গুলি চলার অভিযোগ পেয়ে রবিবার দুষ্কৃতীদের সন্ধানে যৌথ বাহিনীগ্রামে তল্লাশি অভিযানে গেলে, হামলা চালানো হয়।

২১ জুলাই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন বিজেপির

রাজভবনের সামনে ধরনায় ঘোষণা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট পরবর্তী অশান্তিতে বিরোধীরা আক্রান্ত হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে রবিবার রাজভবনের সামনে ধরনায় বিজেপি। আর সেখান থেকেই নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাও আবার ২১ জুলাই, তৃণমূলের 'শহিদ দিবস'কে সামনে রেখে। পর পর কয়েকদিন টানা কর্মসূচি রয়েছে গেরুয়া শিবিরের। এদিন ধরনা মঞ্চে তা ঘোষণা করেন শুভেন্দু। ১৮ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত চলবে একাধিক বিক্ষোভ কর্মসূচি।

আদালতের অনুমতিতে শর্ত মেনে রাজভবনের সামনে রবিবার শুরু হয় ধরনা। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত এই চত্বরে ধরনা চলে বিজেপির। সঙ্গী দলের ৩০০ নেতা-কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। ধরনামঞ্চে শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা গিয়েছে দলবদলকারী নেতা তাপস রায়, অর্জুন সিং, কৌস্তুভ বাগচিদের। এই মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়েই বিরোধী দলনেতা দলের নতুন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন।

নজরে অবশ্যই ২১ জুলাই, তৃণমূলের 'শহিদ দিবস'। এই

দিনটিকে 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করতে চায় বিজেপি। রাজ্যের প্রত্যেক থানার সামনে মুখ্যমন্ত্রী ও মেয়রের বিরোধিতায় বিক্ষোভ দেখানো হবে। দুপুর ১২টায় যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখবেন, তখনই বিজেপির তরফে তাঁদের কুশপুতুল পোড়ানো হবে বলে জানান শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, 'আগামী ২২ তারিখ ৪০০ কোটি টাকা চাঁদা দেওয়া সিইএসসির কেন্দ্রীয় অফিস ঘেরাও করতে আমরা নামছি কলকাতায়। বিদ্যুতের বিল এভাবে বাড়ানো কেন হল, তার জবাব দিতে হবে এরাজ্যের সরকারকে।' একইসঙ্গে এও বলেন, 'আমি আমার নির্বাচন কেন্দ্রে গণ আন্দোলনের ডাক দিয়েছি। আলু এবং সমস্ত জিনিসের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের দাম বাড়ানো, জমি-কেনাবেচার দুই শতাংশ সেস বাড়ানো, পেট্রল-ডিজেলের দাম ১ টাকা করে বাড়ানোর প্রতিবাদে সবাইকে পথে নামার ডাক দিচ্ছি।' এরপরই শুভেন্দু ঘোষণা করেন, 'এই উপভোটে যাঁরা ভোট দিতে পারেননি, যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের বাড়িতে বিরোধী দলনেতা ও বিধায়করা পরিদর্শন করবেন।' এখানেই শেষ নয়, নবান্ন অভিযান নিয়েও পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। তার ইঙ্গিত দিলেন শুভেন্দু। তার আগে অবশ্য ১৯ জুলাই রানাঘাট দক্ষিণ ও রায়গঞ্জের উপনির্বাচনে যাঁরা ভোট দিতে পারেননি, তাঁদের কাছে যাবেন বিজেপি নেতারা। তবে নজরে অবশ্যই ২১ জুলাই বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচি। ওই দিন শক্তি প্রদর্শনে নামবে দুই যুযুধান দল।

ওয়াকিবহাল মহলের মত, লোকসভা ভোট ও বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপির ছন্নছাড়া পরিস্থিতি দেখে ফের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বঙ্গ বিজেপি। ফের প্রতিবাদ, আন্দোলনের মাধ্যমে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে চাইছে। তাই ২১ জুলাইকে কেন্দ্র করে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ। এনিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের প্রতিক্রিয়া, 'ওদের পায়ের তলার মাটি নেই, প্রেসের দয়ায় বেঁচে আছে। কিছু না থাকলে যা হয়। দু কান কাটা নির্লজ্জ ওরা। গুরুত্ব দিই না।'

দীর্ঘ বিরতির পর শীর্ষ আদালতে উঠছে ডিএ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় চার মাস পরে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে উঠছে রাজ্যের ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) মামলা। শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর ছিল, সোমবার বিকেল নাগাদ মামলাটির শুনানি হবে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলা শুনবে বিচারপতি হৃষিকেশ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। এর আগে ১১ বার এই মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। কিন্তু এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কোনও নির্দেশ দেয়নি। এমতাবস্থায় বর্ধিত ডিএ নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের নজর এখন সুপ্রিম কোর্টের দিকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমমোক্তারনামা

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা অবগত করানো হচ্ছে যে আমি সাধনা পাল, স্বামী- গৌতম পাল, সাং ৫০ নং কেজে সান্যাল লেন, পোঃ ও থানা- ইংরেজবাজার, জেলা- মালদা। বহরমপুর ব্লকের সৈদাবাদ মৌজায় ৫২৫৭ L.R দাগে ৩০/০৫/২০০৬ এ বহরমপুর A.D.S.R এ রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৭৮৮ নং দলিল মুলে ১৭/০৫/২০০৬ এর ২৫৭৭ নং আমমোক্তার মুলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার " মানষ কুমার রায়চৌধুরী ", পিতা - "অমল কৃষ্ণ রায়চৌধুরী নিকট হইতে ০.০৩৬৩ একর পরিমান সম্পত্তি ক্রয় করি
উক্ত জায়গাটি আমি বর্তমানে রেকর্ড করিতে চায়, যদি উপরিউক্ত Power of Attorny বা আমমোক্তার এর বিষয়ে কারও কোনো অভিযোগ থাকে তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশিষ্ট দপ্তরে বা নিম্নলিখিত নম্বরে অভিযোগ জানাতে পারেন।

M - 8967124812

আমমোক্তারনামা

এই বিজ্ঞাপন দ্বারা অবগত করানো হচ্ছে যে আমি নারায়ন চন্দ্র মন্ডল, পিতা- মধুসুদন মন্ডল, সাং- ভাকুড়ী ঘোষপাড়া, পোঃ- চালতিয়া, থানা- বহরমপুর। চালতিয়া মৌজার ৭৫২ R.S বা L.R দাগে ১২.০৩.২০২১ এর A.D.S.R বহরমপুর এর রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৬০৯ নং দলিল মূলে ২০২১ সালের ৪২৪১ আমমোক্তার নামা দ্বারা নিযুক্তিয় আমমোক্তার সোনাতন সাহা, পিতা- বীরেশ সাহার কাছ হইতে ০.০০৮৯৫ একর পরিমান সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলাম। উক্ত জায়গাটি বর্তমানে ১৮৬৭৬ L.R খতিয়ান " শ্যামলেন্দু রায় " এর নামে রেকর্ড হয়ে আছে ও আমি বর্তমানে তাহা রেকর্ড করিতে চায়।
যদি কোনো ব্যক্তির কোনো প্রকার অভিযোগ থাকে Power of Attorny বা আমমোক্তার এর বিষয়ে তাহারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশিষ্ট দপ্তরে বা নিম্নলিখিত নম্বরে অভিযোগ জানাতে পারেন।

M - 8967124812

CHANGE OF NAME

I, Krishna Sharma S/O Late Jitan Sharma, Residing at 1/1 Bama Charan Mukherjee Lane. PO & PS-Rishra, Dist-Hooghly, Pin - 712248, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Krishna Kumar Sharma as declared before the 1st Class Judicial Magistrate Alipore court, Kolkata, West Bengal vide affidavit no 15018 Dated 11/07/2024. Krishna Sharma and Krishna Kumar Sharma both are the same and identical person.

নোটীশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে ১) সমরেন্দ্র নাথ সেন পিতা- শ্যামাপদ লেকটাউন, কোলকাতা ২) মীরা দাস স্বামী দীনবন্ধু, চিৎপুর, কোলকাতা ৩) ডলি মিত্র স্বামী প্রদীপ, ব্যারাকপুর, কোলকাতা মহাশয়/ মহাশয়াগনকে এ.ডি.এস.আর বিধাননগর, সল্টলেক আই.ভি ৭৯৭, তাং ০১/০৮/২০০৮ আমোক্তারনামা মূলে হস্তান্তর করিবার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে কারো কোনো আপত্তি থাকে অত্র নোটীশের ৭দিনের মধ্যে বি.এল.আর. ও গড়বেতা -৩, মোকামে সমস্তকাগজ পত্র সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

তপশীল

মৌজা-দুর্লভগঞ্জ, জে.এল. নং- ৪৬৫, খতিয়ান নং- ৩৪৯/১, দাগ নং- ৫৬৭, পরিমান- ৪ ডেঃ

Jayanta Singh
Advocate

13/7/2024

নাম -পদবী

গত 07/02/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 686 নং এফিডেভিট বলে আমি Jharna Roy (old name) W/o. Bidyut Baran Roy R/o. 194 Purashree, Chandannagar, Bhadreswar, Hooghly- 712136, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jharna Rani Roy (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Jharna Roy & Jharna Rani Roy W/o. Bidyut Baran Roy D/o. Dulal Chandra Khan উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

E-tender

E- tender are invited by the **Prodhan, Raghunathpur Gram Panchayat** (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill + P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIT No. 05/15 th CFC (Un Tied)2024- 2025,** Last date of submission **22.07.2024 upto 10a.m.** For details, please contact the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Raghunathpur Gram Panchayat.

॥ নোটিশ ॥

এতদ্বারা সর্বসাধারন জনগনকে জানানো যাইতেছে যে খিদিরপুর মৌজার জেএল নং-১৪০ এল আর খতিয়ান ১৮২/১, ৪৪৪/২, ৪৮০/২, ৪৮৬/১ ৪৯০/১, ৪৯০/২, এবং ৫৭৩/৩ এর ৪৬৬ দাগে ৮ ডেঃ মধ্যে ৬.৩৩ ডেঃ বাস্তু ভূমি নিজ রায়ত সম্পতি **শিবপ্রসাদ ঘোষ** পিতা জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ বীরশিবপুর হাওড়া, **শিখা ঘোষ** স্বামী শচীন ঘোষ হালিশহর উঃ-২৪-পরগনা, শিপ্রা খাঁ স্বামী দ্বারকেশ খাঁ বেলগাছিয়া হাওড়া, সুলেখা রায় স্বামী লেখক রায় বজবজ দঃ-২৪-পরগনা এর ইং-৪/০৭/২০০০ সালে ১১৯ নং আমোক্তনামা মূলে **তারাপদ ঘোষ** এবং **শ্যামাপদ ঘোষ** উভয়ের পিতা জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলে জনৈক **প্রবীর মুখার্জী** পিতা রাধাবল্লভ মুখার্জী এবং **মীরা মুখার্জী** স্বামী প্রবীর মুখার্জী বিবেকানন্দপল্লী নিমপুরা খড়্গপুর ক্রয় করিবার পর **প্রবীর মুখার্জী** পিতা রাধাবল্লভ মুখার্জী পরলোক গমন করিলে ওয়ারিশক্রমে প্রাপ্ত হইবার কারনে **শ্রী মত্যা মীরা মুখার্জী** স্বামী প্রবীর মুখার্জী, বিবাহিত কন্যা **লোপা চট্টরাজ** স্বামী অরুনাভ চট্টরাজ এবং বিবাহিত কন্যা **রুম্পা মণ্ডল** স্বামী জয়দেব মণ্ডল মিউটেশনের আবেদন করিলে এবং অংশগত সম্পত্তির পরিমান নিজ নিজ নামে রেকর্ড করিলে উক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ বা অংশিদারের কোন আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি জানাইতে পারেন নচেৎ পরবর্তী কালে কোন ওজর আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।

ব্রজদুলাল অধিকারী
এ্যাডভোকেট
Enro: F/683/1144/2014
খড়্গপুর এস.ডি.ও. কোর্ট,
পশ্চিম মেদিনীপুর

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ ই জুলাই, ৩০ শে আষাঢ়। সোমবার। নবমী তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টত্তরী বুধে র দশা, বিংশোত্তোরী রাহু মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সোম বার। হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ সোমবার বিতরণ কমলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : দুশ্চিন্তা। প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ সোম বার। খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটিপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ে একাধিক বিধি নিষেধ জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরাঞ্চলে দৃশ্য দূষণ আটকাতে নতুন হোর্ডিং নীতি তৈরি করল রাজ্য সরকার। সেখানে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং লাগানোর ক্ষেত্রে একগুচ্ছ বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। হেরিটেজ ভবন, শ্মশান, কবরস্থান, জলাশয় এবং ফরেস্ট এলাকায় হোর্ডিং লাগানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। প্রতিটি পুরসভাকে এরকম নো হোর্ডিং জোন চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। নয়া হোর্ডিং নীতিতে সাফ জানানো হয়েছে, বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং লাগাতে গিয়ে কারও বাড়িতে আলো-বাতাস ঢোকা বন্ধ করা যাবে না। বাড়ির ওপেন স্পেস বা খোলা জায়গা আটকানো যাবে না। যেখানে জীবনহানির আশঙ্কা রয়েছে সেখানে হোর্ডিং লাগানোর অনুমতি দেওয়া হবে না। হোর্ডিং লাগানোর ফলে শহরের নান্দনিক সৌন্দর্য ব্যাহত হচ্ছে কিনা, সেটাও বিবেচনা করে দেখা হবে। ট্র্যাফিক লাইট পোস্টে হোর্ডিং লাগানোর ছাড়পত্র মিলবে না। হোর্ডিংয়ের মধ্যে লাল এবং সবুজ আলোর ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হবে। ঝড়, বৃষ্টি কিংবা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় যাতে হোর্ডিং ভেঙে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, সেটা সুনিশ্চিত করতে ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে হোর্ডিংয়ের কাঠামো সংক্রান্ত নকশা জমা দিতে হবে। সেগুলি নিয়মিত পরীক্ষা করে পুরসভা গুলিকে রিপোর্ট দিতে হবে। পুর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, 'এতদিন রাজ্যের কোনও হোর্ডিং নীতি না থাকার কারণে পুরসভাগুলি যেখানে সেখানে হোর্ডিং লাগানোর অনুমতি দিয়ে দিত। এখন থেকে তাদের বাধ্যতামূলকভাবে নতুন নীতি মেনে চলতে হবে।' উল্লেখ্য যত্রতত্র হোর্ডিং লাগানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিন কয়েক আগে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতি তৈরির নির্দেশ দেন। তারপরেই রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়ন দফতর এই নীতি তৈরির কাজে হাত দিয়েছে।

নিউ টাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা নিউ টাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসবের তরফে শনিবার অনুষ্ঠিত হল খুঁটিপুজো। 'মৃচ্ছকটিক' নাটককে ঘিরেই এই বছরে তার উপস্থাপনা জানালেন কমিটির সভাপতি লদীকান্ত কর। মাটির খেলনা সোনা ২০২৪-এর প্রধান আকর্ষণই হল বাৎসলা- রস। এই বছরে নিউ টাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসব তৃতীয় বছরে পড়ল। এই সংস্থার বইমেলা-সহ নিউ টাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসব পুজো বাঙালির মনে দারুন প্রভাব ফেলেছে। শনিবার এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের সাক্ষী ছিল নিউ টাউনের বাসিন্দারা। এলাকার মানুষের উচ্ছাস ছিল চোখে পড়ার মতো। একই সঙ্গে এদিন তাদের ওয়েবসাইটেরও উদ্বোধন হলো। এই কমিটি প্রায় রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, ছোট ছেলেমেয়েদের নতুন পোশাক বিতরণ- সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করছেন। সমিতির মুখ্য উপদেষ্টা বাণীব্রত বসু এদিন বক্তব্য রাখেন। সভায় নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে অতিথিবরণ করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, রাজারহাট-নিউ টাউন-এর বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, বিধাননগরের মেয়র-ইন কাউন্সিল দেবরাজ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য, অভিনেত্রী ও চিত্রপরিচালিকা মানসী সিনহা, চিত্রাভিনেতা দুলাল লাহিড়ী, টেকনো ইন্ডিয়ার সহ- চেয়ারপার্সন মানসী রায়চৌধুরী, বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার, চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর বিমল কুণ্ডু, চিত্রশিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদক সমরেশ দাস, শিল্পী অনির্বাণ দাস, সঞ্জয় জানা, পীজুষ রঞ্জন ঘোষ ও অনুপম জানা সহ অনেকেই হাজির ছিলেন।

প্রায় মুছে যেতে বসা, বিএসএনএল-এর ব্যবসা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেসরকারি মোবাইল পরিষেবা সংস্থাগুলি এক ধাক্কায় মাশুলের হার অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বিএসএনএল এর সামনে ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে গিয়েছে। একই সঙ্গে ফোর জি পরিষেবা চালু হওয়া এবং মাশুল হার অপরিবর্তিত থাকার কারণে বহু মানুষ বিএসএনএলের দিকে ঝুঁকছেন। বিগত এক মাসের মধ্যে বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে নতুন কানেকশন বিক্রি। একইসঙ্গে অন্য সংস্থার থেকে পোর্ট করিয়ে বহু মানুষ বিএসএনএলের সংযোগ গ্রহণ করেছেন। সংস্থার কলকাতা সার্কেলের চিফ জেনারেল ম্যানেজার দেবাশিস সরকার জানিয়েছেন, পয়লা জুলাই থেকে গোটা রাজ্যে ৫২ হাজারের বেশি লোক নতুন বিএসএনএল কানেকশন নিয়েছেন। অন্য সংস্থার থেকে পোর্ট করে বিএসএনএল-এ আসা গ্রাহকের সংখ্যা ১৪ হাজার ৫০৬। যার মধ্যে ৫০ শতাংশ মানুষ জিও ব্যবহারকারী। এই সময় শুধুমাত্র কলকাতা সার্কেলে ১৬ হাজার ৫০০ জন বিএসএনএল মোবাইল সংযোগ নিয়েছেন। যার মধ্যে ৫৮০০ মানুষ এসেছেন অন্যান্য সংস্থার সংযোগ ছেড়ে। এত সংখ্যক মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার পরিকাঠামো বিএসএনএলের আছে কিনা সে প্রশ্নের জবাবে দেবাশিস বাবু জানান, সাম্প্রতিক কালে পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে। তা দ্রুত শেষ হবে। একইসঙ্গে আগামী বছর ৩১ শে মার্চের মধ্যে গোটা রাজ্যে দ্রুতগতির ফোর জি পরিষেবা চালু হয়ে যাবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

উল্টো রথের প্রাক্কালে খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে শারদ উৎসবের শুভ আরম্ভ করল দক্ষিণ কলকাতা সর্বজনীন দুর্গাপূজা। ঐক্যতান পুজো প্রাঙ্গণে ৫৯ তম শারদ উৎসবের খুঁটিপূজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, বিধায়ক দেবাশীষ কুমার এবং জয়প্রকাশ মজুমদার সহ বহু বিশিষ্টজন।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্বাভাস মতোই রবিবার দুপুরে কলকাতা-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টিপাত ঘটে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের সব জেলায় আগামী ৬ দিন লাগাতার বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯ জুলাই পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টি সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাত হবে আগামী ১৮ জুলাই পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, এখনও দক্ষিণবঙ্গে সামগ্রিকভাবে বৃষ্টিতে ঘাটতি রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলিতে ঘাটতি সবথেকে বেশি। ওই জেলাগুলিতে প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে বৃষ্টির। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে ৩৪ থেকে ৪৬ শতাংশ। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঘাটতি ৩৪ থেকে ৫২ শতাংশ। নদিয়াতে ৫৬ শতাংশ ঘাটতি। যা দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সর্বোচ্চ। পশ্চিম মেদিনীপুরে ৫২ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি। মুর্শিদাবাদ জেলায় ৪৬ শতাংশ ঘাটতি। পশ্চিম বর্ধমানে ৩৪ শতাংশ ঘাটতি। হুগলিতে ৩৪ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে বৃষ্টির।

অন্যদিকে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন করে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে, যা এখন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশাতে জুড়ে রয়েছে। মৌসুমী অক্ষরেখা দেহেরি, রাঁচি, বালাসোর হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। মৌসুমী অক্ষরেখা গঙ্গানগর, হিসার, দিল্লি, বরাবাঁকি, দেহেরি, আসানসোল হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে অসম, ঝাড়খণ্ড, গুজরাতেও। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে, যা অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছাকাছি।

সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে টানা ৬ দিন মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস শুনিয়েছে হাওয়া অফিস। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও প্রবল বৃষ্টি অনেকটাই কমবে। সোমবারের পর পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। বর্তমানে মৌসুমী অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের উপর সক্রিয়। এর প্রভাবে রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি হলেও, ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না দক্ষিণবঙ্গে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলায়। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে উত্তরবঙ্গের চার জেলায়। কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী ১০ দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবেই।

রাজস্থান থেকে দিল্লির উপর দিয়ে পূর্ব ভারত হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা। আগামী কয়েক দিন তাই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা কঙ্কন, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটক এলাকায়। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে ওড়িশা, বিদর্ভ, মারাঠাওয়াড়া, গুজরাত, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, কেরল এবং মাহেতে।

সবজির দাম নাগালে রাখতে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: টাস্ক ফোর্স এবং পুলিশের যৌথভাব অভিযান বাজারে। রবিবার বালুরঘাট শহরের বাজার এলাকায় চলে এই বিশেষ অভিযান। অভিযানের মধ্যে দিয়ে খুচরো ও পাইকারি বিক্রেতাদের সতর্ক করা হয়। উল্লেখ্য, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। সবজির মূল্য বৃদ্ধির ফলে মাথায় হাত আমজনতার। এমত অবস্থায় সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন বাজার দর কমাতে হবে। এর পরই এদিন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক ও পুলিশের তরফে শহরের বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় সবজি বিক্রেতাদের সঠিক দাম নেওয়ার বিষয়ে বলা হয়।

এ বিষয়ে টাস্ক ফোর্সের এক সদস্য বলেন, 'যতদিন না সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আসছে ততদিন আমাদের এই অভিযান চলবে। বাজারে পাইকারি দাম আর খুচরো দামের হেরফের খুব একটা বেশি নয়। কীভাবে সবজি দাম নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, সেই বিষয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।'

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: অল বেঙ্গল তৃণমূল টোল প্লাজা, কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রবিবার কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজার সামনে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শ্রমিক সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে এদিন রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি, ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটক, রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ সহ জেলা ও ব্লক নেতৃত্ব। এদিন রক্তদান শিবিরে ৩০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন।

ধর্মতলায় একুশে জুলাই মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু।

সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে বনমহোৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বনবিভাগের পক্ষ থেকে বনমহোৎসব পালন করা হল। বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বনবিভাগ থেকে সাইকেল চালিয়ে সিসিএফ সেন্ট্রাল, বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বনবিভাগের ডিএফও, বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক, বিষ্ণুপুর থানার আইসি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা একটি র‍্যালির মধ্য দিয়ে আড়াই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পৌঁছন বিষ্ণুপুর এক নম্বর বিটের ঝরিয়া জঙ্গলে। সেখানে স্থানীয় বেশ কয়েকটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে হাতির খাবারে উপযোগী বেশ কিছু বৃক্ষরোপণ করা হয়। খাবারের জন্য বারবার হাতি লোকালয়ে চলে আসছে তার ফলে ঘটছে প্রাণহানির মতো ঘটনাও, হাতি যাতে জঙ্গল পেরিয়ে লোকালয়ে না আসে তাই তাদের এই উদ্যোগ। পাশাপাশি চলতি মরশুমে জঙ্গলে আগুন লেগে হাজার হাজার গাছ ধ্বংস হয়েছে। সমাজের বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য তাদের এই উদ্যোগ। এই কর্মসূচি চলবে বিভিন্ন বনদপ্তরে আগামী একমাস ধরে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৫ জুলাই ২০২৪ ৩০ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার

মমতাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে গণ আন্দোলনের বার্তা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতা থেকে সরাতে হলে সুর নরম করলে হবে না। গণ আন্দোলন করতে হবে। আর এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্রিয় অংশ নিতে হবে প্রত্যেক বাড়ির একজন পুরুষকে। বাংলার হিন্দুকে বাঁচাতে এগিয়ে আসতেই হবে।' লোকসভা ভোটের পর গর্জে উঠল ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সঙ্গে এও বললেন, 'শুভেন্দু অধিকারী একা বিরোধিতা করবেন বা বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের লেখনীতে শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ পাবে তা হলে চলবে না। মমতাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে এগিয়ে আসতে হবে সবাইকেই।' রবিবার বিজেপির ধরনা মঞ্চ থেকে এমনই বার্তা দিতে দেখা গেল আর্জুন সিংকে। শুধু তাই নয়, লোকসভা নির্বাচনের পর উপনির্বাচনেও যে ভরাডুবি হয়েছে তা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাঠগড়ায় তোলে বঙ্গ বিজেপি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসারের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ তোলেন অর্জুন। নির্বাচন কমিশন সব দেখেও না দেখার ভান করেছে বলেও দাবি করেন তিনি। এদিন তাঁর নিশানায় ছিল রামকৃষ্ণ মিশনও। তিনি এদিন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নিশানা করেন।

এদিকে আবার শনিবারই চার বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। সেই আবহেই রবিবার রাজভবনের সামনে ধরনায় বসে বিজেপি। এই ধরনা মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্জুন বলেন, 'শুভেন্দু যখন ঘরছাড়াদের নিয়ে যাচ্ছিলেন, রাজ্যপাল কি আসতে পারতেন না! কিন্তু এই বাংলারই প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় সাহেব যখন ছিলেন, রাস্তায় নেমে এসে অত্যাচারিত মানুষের কথা শুনতেন।' এরই রেশ ধরে মানিকতলা বিধানসভার উপনির্বাচন প্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, 'এই যে মানিকতলায় নির্বাচন হল, আধা সামরিক বাহিনীর যে নোডাল অফিসার, লালবাজারে বিনীত গোয়েলের সঙ্গে বসে টাকা নিয়ে ভোটটা করিয়েছেন। এখানকার সিইও, আমরা ওয়েবকাস্টিং তুলে ধরে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালাম যে, চার জন ঘুরে ঘুরে ভোট দিচ্ছে। কিন্তু বললেন, না তো, তা তো দেখতে পাচ্ছি না'! ছ'বছর ধরে বসে আছে, লজ্জা লাগে।'

ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং মুখ খোলেন ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন নিয়েও। রবিবার তিনি যে বক্তব্য রাখেন, তাতে একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে লোকসভা নির্বাচনে এক বড়সড় প্রহসন হয়েছে। সঙ্গে তিনি এও জানান, ঠিক ভাবে নির্বাচন হলে বিজেপি অধিক আসনে জয়লাভ করত। শুধু তাই নয়, শাসকদলকে এদিন বিদ্ধ করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। শাসকদল সম্পর্কে অর্জুন শ্লেষের সঙ্গে বলেন, 'বাংলায় তৃণমূলকে আপনি লেখা পড়া শেখাবেন? এরা পড়াশোনা জানে না। এরা চোর, ডাকাত। মহিলাকে ধর্ষণ করে মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কথা বলছেন না।' রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতা বলেন, 'রাজ্যপালকে ফাঁসানোর জন্য শ্লীলতাহানির কেস করা হচ্ছে। দু'জন আইপিএস-এর নাম দিল্লি থেকে চাওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত তাঁরা গ্রেফতার হয়নি।' এরপরই লোকসভা নির্বাচন নিয়ে মুখ খোলেন অর্জুন। এদিন স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'পূর্বের চিফ সেক্রেটারি করোনার সময় উনি ২২০০ কোটি টাকা দুর্নীতি করেছেন। উনিই ভোটের নামে প্রহসন করেছেন। সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন ৩২ শতাংশ আর আমরা থাকতাম ৪৬ শতাংশে।' সঙ্গে এও বলেন, '৩০ শতাংশ ভোট আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে নিয়েছেন। বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া ৭ শতাংশ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিচ্ছেন।' এও বার্তা দেন, 'মাঠে নেমে লড়াই করতে হবে। শুধু বাড়িতে বসে কিংবা সাংবাদিক সম্মেলন করে বাংলা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরানো যাবে না।'

প্রসঙ্গত, রবিবার ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদে রাজভবনের সামনে ধরনায় বসে রাজ্যের পদ্ম-শিবির। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি নেতা তাপস রায়, অর্জুন সিং সহ আরও অনেকেই। এর পাশাপাশি বিক্ষোভ সভাতে উপস্থিত ছিলেন অসীম সরকার,কৌস্তভ বাগচী, অশোক দিন্দারা। একই সঙ্গে প্রতিবাদ মঞ্চে নিয়ে আসা হয় ভোট পরবর্তী আক্রান্তদের পরিবারকে।

চার বিজয়ী প্রার্থীদের দ্রুত শপথ গ্রহণের তৎপরতা সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ৪ বিধানসভা কেন্দ্রের সাম্প্রতিক উপনির্বাচনের বিজয়ী প্রার্থীদের দ্রুত শপথ বাক্য পাঠ করানোর অনুমতি চেয়ে রাজ্যের পরিষদীয় দফতর রাজ্যপালকে চিঠি দিতে চলেছে। চিঠিতে ৪ জন নতুন বিধায়কের শপথগ্রহণের জন্য রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করা হবে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য, যত দ্রুত সম্ভব জয়ী প্রার্থীদের শপথগ্রহণ করিয়ে এলাকার উন্নয়নের কাজে তাঁদের শামিল করা। তাই প্রথমে নির্বাচন কমিশন বিধায়কদের জয়ের বিষয়টি বিধানসভার সচিবালয়কে জানাবে। সেই কাগজপত্র বিধানসভা এবং রাজ্য সরকারের পরিষদীয় দফতরের পক্ষ থেকে পাঠানো হবে রাজভবনে। তার পরই, শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান কবে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন রাজ্যপাল। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'রাজ্য সরকার রাজ্যপালকে এড়িয়ে কোনও কাজ করতে চাইছে না। তাই নিয়মমাফিক

রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে বিধানসভায় এসে বিধায়কদের শপথগ্রহণ করানোর আবেদন জানানো হবে।'

উল্লেখ্য, শনিবারই রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল সামনে এসেছে। রায়গঞ্জ থেকে জিতেছেন কৃষ্ণ কল্যাণী, রানাঘাট দক্ষিণ থেকে জয়ী হয়েছেন মুকুটমণি অধিকারী, বাগদা থেকে জিতেছেন মধুপর্ণা ঠাকুর এবং মানিকতলা থেকে জয়ী হয়েছেন সুপ্তি পাণ্ডে। এর আগে লোকসভা নির্বাচনের সময়ে হওয়া বরানগর ও ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী দুই তৃণমূল বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকারের শপথগ্রহণ দীর্ঘ সময় ধরে আটকে ছিল রাজভবন বনাম নবান্নের দ্বন্দ্বে। কিন্তু এ বার আর জটিলতা চাইছে না কোনও পক্ষই। তাই বেশ সতর্ক পদক্ষেপই করছে নবান্ন।

কাশী বোস লেনে মহিলার মৃত্যুর কারণ জানাল কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতার কাশী বোস লেনে মাটি খুঁড়ে মহিলার দেহ উদ্ধার রহস্যের কিনারা করল পুলিশ। রবিবার পুলিশ জানায়, ওই মৃতার নাম সুপর্ণা শীল। বয়স ৪৫ বছর। শ্যামপুকুর থানার রাজা কালিকৃষ্ণ ২ নম্বর লেনের বাসিন্দা। মহিলা মানসিক দিক থেকে অসুস্থ ছিলেন।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার দেহ উদ্ধারের পর এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, ১১ জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, মহিলা একা ওই গর্তের দিকে যাচ্ছেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, তিনি গর্তের কাছে গিয়ে কোনওভাবে পড়ে যান। তার পরে আর উঠতে পারেননি এবং সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সুপর্ণা তাঁর দাদা মারা যাওয়ার পর ভাইপো ও বৌদির সঙ্গে থাকতেন। মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে শুরু হয়েছিল কিছু শারীরিক সমস্যাও। সুপর্ণাদেবীর পরিবার সূত্রে খবর, অসুস্থার জেরে মাঝে মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন তিনি।

এমনকী যেখানে সেখানে মল, মূত্র ত্যাগের সমস্যা দেখা গিয়েছিল। এদিকে শনিবার মৃতদেহ উদ্ধারের সময় পাশে একটি প্লাস্টিকের বোতল উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবারের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পুলিশকর্তারা মনে করছেন মহিলা হয়তো প্রাকৃতিক কর্ম সারতে গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়ে যান। তার পরে আর উঠতে পারেননি। তবে মৃত্যু কী করে হল তা স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে সুপর্ণাদেবীর পরিবারের বক্তব্য, ছোট থেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন সুপর্ণা শীল। প্রায় প্রতিদিনই তিনি ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। যেমনটা বেরিয়েছিলেন ১১ জুলাই। পরিবারের এক মহিলা সদস্য এই প্রসঙ্গে জানান, 'ওরকম তো মাঝেমাঝেই হয়। বাড়ি থেকে চলে যায়। আবার চলে আসে। এবার যে ফিরবে না কী করে জানব। আমরা ১১ জুলাইয়ের পর থেকেই খোঁজ করছিলাম। কিন্তু পাইনি। শনিবার বিকালে কাশী বোস লেনে দেহ উদ্ধারের পরেই আমরা থানায় যাই। পুলিশকে সবটা খুলে বলি। তারপর তো দেহ দেখে আমরা চিনতে পারি।'

সিঁথিকাণ্ডে ধৃত ৬, অভিযুক্তদের হয়ে সাফাই অতীন ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আড়িয়াদহের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই চর্চায় উঠে এল সিঁথি। বাহুবলীদের গুন্ডাগিরির ছবি ভাইরাল। অভিযোগ, ৫ লক্ষ টাকা তোলা না দেওয়ায় প্রোমোটার অভিজিৎ সরকারের অফিসে তাণ্ডব চালায় দুষ্কৃতীরা। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, এরইমধ্যে এ ঘটনায় মোট ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে কাশিপুর থানার পুলিশ। মূল অভিযুক্ত অভিজিৎ মণ্ডল ওরফে রানাকে শনিবার মধ্যরাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল বিকালেই গ্রেফতার করা হয়েছিল জিতেন কুমার পাল এবং কানোয়ালজিৎ শী ওরফে কানু নামে দুই অভিযুক্তকে। রবিবার সকালে গ্রেফতার করা হয় সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশাল দেব, মনু পাণ্ডেকেও। পুলিশ জানিয়েছে, হামলার যে সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে তা দেখেই চিহ্নিত করা হয় ধৃত এই ৬ জনকে।

এদিকে, আক্রান্ত প্রোমোটারের দাবি, হামলাকারীরা নিজেদের কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচয় দেয়। তাঁদের মুখে শোনা যায় আড়িয়াদহের জয়ন্ত সিং গ্যাংয়ের নামও। এদিকে রানার সঙ্গে ইতিমধ্যেই অতীন ঘোষ, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একাধিক সিনিয়র তৃণমূল নেতার ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। যা নিয়েও ইতিমধ্যেই বঙ্গ রাজনীতিতে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, এই ঘটনায় ধৃত রানাকে তিনি ভালভাবেই চেনেন বলে ঘটনার দায় ঝেড়ে ফেলেছেন অতীন।

এমনকি রানাকে 'সজ্জন ব্যক্তি' বলেও সার্টিফিকেট দিতে দেখা গিয়েছে কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়রকে। অতীন অভিজিৎ মণ্ডল ওরফে রানা সম্পর্কে বলেন, 'ও তৃণমূলের দীর্ঘদিনের সক্রিয় কর্মী। তবে সিঁথি থানা বা কাশীপুর থানায় ওর নামে কোনও কেস নেই। পুলিশ যে আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে তা আমি পূর্ণ সমর্থন করি। ও দোষ করে থাকলে ওর সাজা পাওয়া উচিত।'

লেক মলের সামনে ফুল ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: লেক মলের সামনে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি ফুল ব্যবসায়ী। নাম বিশু হালদার। রবিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ মলের সামনের ফুটপাতে হোর্ডিংয়ের সঙ্গে বিশু হালদারের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায়।

সঙ্গে এও জানা যায়, লেক মলের সামনেই রয়েছে তাঁর ফুলের দোকান। ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গেই ব্যবসা চালাতেন। দোকানে কয়েকজন কর্মচারীও রয়েছেন। কিন্তু, বেশ কয়েকদিন ধরে ফুল ব্যবসায় মন্দা চলছিল বলে জানান দোকানের কর্মচারীরা। সেই কারণেই মনমরা হয়ে থাকতেন বিশু হালদার। আর এই মানসিক অবসাদ থেকে তিনি আত্মঘাতী হয়ে থাকতেন পারেন বলে মনে করছেন কেউ কেউ। কিন্তু, ব্যবসায় মন্দার কারণে যে একেবারে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন তা ভাবতে পারছেন না বিশুবাবুর পরিজনেরা। সবদিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিশুবাবুর মৃত্যুতে শোকের ছায়া লেক মার্কেটের ব্যবসায়িক মহলেও। দোকানের এক কর্মী বলেন, 'আমি তো ওনার কাছেই কাজ করি। ওনারা দুই ভাই ফুলের ব্যবসা করেন। শনিবার ওনারা রাত ১টা পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়াও করেন। পুলিশও ছিল তখন এলাকায়। কিন্তু, এরমধ্যে কী থেকে কী হয়ে গেল বুঝতেই পারছি না।'

টাকা রাখলে দ্বিগুণ মিলবে, ধৃত প্রতারক

নিজস্ব প্রতিবেদন: টাকা রাখলে দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে, এমনই আশ্বাস দিয়ে আদতে পাতা হয়েছিল প্রতারণার ফাঁদ। ঘুরে ফিরে সেই চিট ফান্ড কোম্পানির ঘটনা। এরপরই পুলিশের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ জমা পড়তেই অবশেষে পুলিশের জালে প্রতারক। ঘটনা এয়ারপোর্ট থানা এলাকায়। জানা গিয়েছে, চিট ফান্ড সংস্থা খুলে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা করার অভিযোগ উঠেছে। প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে নয়ডা থেকে গ্রেফতার করা হল একজনকে। আইটি কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত এলাকার বাসিন্দা পেশায় আইটি কর্মী সোয়েতা দত্ত ২০২১ সালে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, আমিষ্টার নামক একটি কোম্পানিতে জনৈক মৃন্ময় পালের কথায় ২৪ লাখ টাকা জমা করেন তিনি। তাঁর কথায়, জনৈক ওই ব্যক্তি পরামর্শ দেয়, তার এই কোম্পানিতে টাকা রাখলে এই টাকা দ্বিগুণ হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই। এই প্রলোভনে তিনি ২৪ লাখ টাকা জমা করেন। এর কিছুদিন পরেই মৃন্ময় পাল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে পলাতক হয়ে যায়। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে এয়ারপোর্ট থানার দ্বারস্থ হন ওই আইটি কর্মী মহিলা। ঘটনা তদন্ত শুরু করে পুলিশ মৃন্ময় পালের কলকাতার অফিস গেলে জানতে পারে সেখান থেকে তিনি অফিস বন্ধ করে চলে গিয়েছেন। এরপরে বিভিন্ন সূত্র মারফত খবর পেয়ে অবশেষে উত্তরপ্রদেশের নয়ডা এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। সেখানে একটি অভিজাত ফ্ল্যাট থেকে মৃন্ময় পালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এই মৃন্ময় পাল চিট ফান্ড সংস্থা খুলে একাধিক মানুষের থেকে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা করেছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত আছে তদন্ত করে দেখছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ।

শহর জুড়েই এই ধরনের আর্থিক প্রতারণার কোম্পানি ব্যবসা চালিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। সাইবার ক্রাইমের উপর নির্ভর করে অথবা কোনও লোন বা আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে এই ধরনের কোম্পানি প্রতারণার ফাঁদ পেতে ব্যবসা চালাচ্ছে। কোনওরকম আর্থিক লেনদেনের মাঝে বৈধতা রয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে মানুষকে একাধিকবার সচেতনতার বার্তা দেওয়া হচ্ছে পুলিশের তরফে।

পার্কিংয়ের টাকা নিয়ে বচসা, চালককে মারধরে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দাবি মতো পার্কিংয়ের টাকা না পেয়ে বচসা। ন্যানো গাড়ির চালকের মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠল পার্কিংয়ে দায়িত্বে থাকা এক যুবকের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুর থানার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ধোবিঘাটে। ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আক্রান্ত ন্যানো গাড়ির চালক সঞ্জয় সাধুখাঁ জানান, বেড়াচাঁপা থেকে মালিকের পরিবার নিয়ে তিনি ব্যারাকপুর ধুবিঘাটে এসেছিলেন। ধোবিঘাটে গাড়ি পার্কিং জোনে রেখে ঘাট পেরিয়ে মালিকের এক আত্মীয়াকে ওপারে শ্রীরামপুরে ছাড়তে যান। ওখান থেকে ফিরে গাড়িতে উঠতে গেলে তাঁর কাছে ৫০ টাকা দাবি করেন পার্কিং জোনের ওই কর্মী। কিন্তু তিনি ৩০ টাকা দিতে রাজি হন। আক্রান্তের অভিযোগ, পার্কিংয়ে থাকা ওই যুবক তাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে ৫০ টাকা না দিলে এখান থেকে গাড়ি ছাড়তে দেব না। এরপর পার্কিংয়ের টাকা নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে বচসা বেধে যায়। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন একটি লোহার রড এনে গাড়ি চালকের মাথায় সজোরে আঘাত করে ওই যুবক। মালিকের পরিবারের লোকজন অভিযুক্ত যুবককে পাকড়াও করে রাখে। এদিকে সঞ্জয় সাধুখাঁ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জগদীশ চন্দ্র বসু জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে ব্যারাকপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে বারাকপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে।

বিধাননগরে হোর্ডিং থেকে রাজস্ব আদায়, মামলা কলকাতা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধাননগরে বেআইনি হোর্ডিংয়ের বাজারমূল্য প্রায় ৩০ কোটি টাকা। এদিকে বাস্তবে ছবিটা বড়ই উল্টো। সরকারি নথি বলছে, বছরে ২০ লাখ ও আয় নেই। আর এই তথ্যকে সামনে রেখেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাকারীর দাবি, পুরনিগমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৩০টি হোর্ডিং সরকারি ভাবে থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে এমন হোর্ডিংয়ের সংখ্যা অন্তত ৭৫০টি। এই বিপুল পরিমাণ 'বাড়তি' হোর্ডিং কারা লাগিয়েছে, কার অনুমতিতে, কাকে টাকা দেওয়া হয়েছে, এর বিস্তারিত তদন্ত দাবি করা হয়েছে মামলায়। একইসঙ্গে এও অভিযোগ করা হয়েছে, ব্যাপক হারে এই বেআইনি হোর্ডিং লাগানোর জেরে শহরে দৃশ্যদূষণও হচ্ছে। পাশাপাশি, এই বেআইনি হোর্ডিংয়ের দায় প্রশাসনের না থাকায় মুম্বইয়ের মতো হোর্ডিংয়ের কাঠামো ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটলে কী হবে, তোলা হয়েছে সে প্রশ্নও।

বাস্তবিক ক্ষেত্রে ভিআইপি রোডের গোলাঘাটা থেকে কৈখালি পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তার ধারে নজরে আসে দেদার হোর্ডিং। এই এলাকা পড়ে বিধাননগর পুর-এলাকায়। করুণাময়ী, সিটি সেন্টার থেকে লেক টাউন সর্বত্র ঢাউস হোর্ডিংয়ে মুখ ঢেকেছে আকাশ। মামলাকারী আইনজীবী দিবায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পুরনিগমের বোর্ড মিটিংয়ের নথিতে দেখা যাচ্ছে, হোর্ডিং বাবদ পুরনিগমের আয় ২০ লক্ষ টাকার মতো। অথচ বাস্তবে অন্তত ৭৫০ বড় বড় হোর্ডিং শহরজুড়ে রয়েছে। যার বাজারমূল্য অন্তত ৩০ কোটি টাকা। এখন পুরনিগম বলছে, নতুন করে টেন্ডার ডাকা হচ্ছে। এর আগে এই নিয়ে পুরসভার কাছে আরটিআই করে তথ্য চেয়ে মেলেনি। রাজ্য ও জাতীয় তথ্য কমিশনে আবেদনেও ফল হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই এই মামলা।' বেআইনি বিষয়ে পদক্ষেপ এবং সেই সূত্রে টাকার লেনদেনের তদন্ত চাওয়া হয়েছে।

এই ঘটনায় বিধাননগর পুরনিগম মানছে, হোর্ডিং সমস্যা বহু গভীরে। রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভাকে যুক্ত করে বিধাননগর পুরনিগম তৈরির পর এই সমস্যা আরও বেড়েছে বলে দাবি পুরকর্তাদের। তাঁদের বক্তব্য, প্রতিদিন বেআইনি হোর্ডিং চিহ্নিত করে ভাঙা হচ্ছে। আবার নতুন করে লাগানো হচ্ছে! লোহার কাঠামো সমেত এক-একটি হোর্ডিং ভাঙতে প্রায় ১০ হাজার টাকা খরচ হয়।

এই প্রসঙ্গে বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, 'বেআইনি হোর্ডিং নিয়ে মাথাব্যথা আমাদেরও। সরকারি ভাবে ১৩০টি হোর্ডিং থাকলেও বাস্তবে আমরা মোটে দু'টি হোর্ডিংয়ের টাকা পাই। বাকি কেউ দেয় না।' তিনি জানান, বেআইনি হোর্ডিং চিহ্নিত করতে নতুন করে টেন্ডার ডাকা হচ্ছে। পাশাপাশি, একটি অ্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। সেই অ্যাপে চোখ রাখলেই বেআইনি হোর্ডিং চিহ্নিত করা যাবে। এ কাজে দক্ষ ও যোগ্য কর্মীর অভাব মেটাতে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদনও করেছে পুরনিগম।

রক্ত পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা চক্র নীলরতনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত ছেলের জন্য মিলছিল না রক্ত। আর ছেলের জন্য রক্তের জোগান দিতে গিয়ে আড়াই হাজার টাকা খোয়াতে হয়েছে বলে দাবি রোগীর বাবার। ঝাড়গ্রামের বাসিন্দা সনাতন কারকের। ঘটনাটি খাস কলকাতার। ছেলে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হন। রোজই তাঁকে রক্ত দিতে হচ্ছে। ছেলের চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতালের এক ব্যক্তি সঙ্গে পরিচয় হয় রোগীর বাবার। ওই ব্যক্তি জানিয়েছিলেন, রক্তের প্রয়োজন হলে সাহায্য করতে পারবেন। শুক্রবার হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত না পেয়ে ওই ব্যক্তিকে ফোন করেন রোগীর বাবা। এরপরই হাসপাতালের গেটের বাইরে আড়াই হাজার টাকা নিয়ে রোগীর বাবাকে দেখা করতে বলেন ওই ব্যক্তি। এদিকে ছেলেকে বাঁচানোর জন্য সেই টাকা ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দেন সনাতনবাবু। অভিযোগ, টাকা দেওয়ার পর রোগীর পরিবারকে রক্ত দেওয়া তো দূরে থাক, এরপর আর ফোন তোলা তো দূর-অস্ত, বারবার তাঁর ফোন সুইচড অফ শোনা যেতে থাকে।

সূত্রে খবর, সনাতন কাররের সাত বছরের সন্তান শিবম গত তিন বছর ধরে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। ৫ তারিখ তাকে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার চিকিৎসার জন্য মাঝে মধ্যেই রক্তের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে রক্তের আয়োজন করে দেওয়া হলেও ১২ জুলাই কোনওভাবেই রক্ত জোগাড় করতে না পেরে তিনি ওই ব্যক্তিকে ফোন করেছিলেন বলে জানান সনাতন। ওই ব্যক্তি নিজেকে রিপন মণ্ডল হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন এবং নদিয়ার বাসিন্দা বলে দাবি করেছিলেন, জানা গিয়েছে এমনটাই।

এদিকে প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে রোগীর পরিবার মুচিপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। রোগীর পরিবারের কথায়, 'এই ধরনের চক্রগুলিকে সমূলে উৎখাত করার জন্য আবেদন জানাব।' এর আগেও এই রকম দালাল চক্র বারবার সামনে এসেছে। অতীতে এই ধরনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে অনেককে গ্রেফতার করাও হয়েছে। তাও কেন এই ধরনের দালালরাজ বন্ধ হচ্ছে না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের সুপার ইন্দিরা দে জানান, এই বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই। এই বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নেওয়ার পরেই কোনও মন্তব্য করতে পারবেন তিনি। এদিকে সনাতন কারকের থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

সেই মধ্যবিত্তরা আজ কোথায়?

স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে তাকান। ১৯ শতকের ভারতে অল্প সংখ্যক ধনী মানুষ ছিল এবং বাকিরা ছিল দরিদ্র। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন;বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান;এবং পাশ্চাত্য আইনিব্যবস্থা একটি শিক্ষিত মধ্যবর্তী শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল, সেটাই 'মধ্যবিত্ত' হয়ে ওঠে। প্রথমবারের মতো, শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, বিচারক, সরকারি কর্মী, সামরিক কর্মকর্তা, সাংবাদিক এবং লেখক মিলিয়ে যে বুদ্ধিজীবীদের দেখা মেলে তাঁরাই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির কেন্দ্রে। মুষ্টিমেয় কিছুজন বাদে, স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃস্থানীয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বেশিরভাগ নেতাই ছিলেন মধ্যবিত্ত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নওরোজি, গোখলে, লাজপত রায়, তিলক, চিত্তরঞ্জন দাস, রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্যাটেল, আজাদ, রাজাগোপালাচারী, সরোজিনী নাইডু, কেলাপ্পান এবং পোট্টি শ্রীরামুলু প্রমুখ। ডঃ তারা চাঁদ তাঁর 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, 'জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিস্তার, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করা এবং শেষ পর্যন্ত বিদেশি শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার কৃতিত্ব অবশ্যই এই শ্রেণিটিকে দিতে হবে।' এসব নেতার আহ্বানে মানুষ সাড়া দিয়েছিল। এরপর কৃষক এবং শিল্প শ্রমিকদের সংগ্রাম মিলিয়ে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত নেতা এবং তাঁদের অনুগামীদের যে বিষয়টি বিশিষ্টতা দান করেছিল তা হল তাঁদের সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভূমিকা তাঁরা নিজেদের জন্য কিছুই চাননি, তাঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল মানুষের জন্য স্বাধীনতা। মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল, দেশের প্রতিটি উন্নয়নের জন্য তার ছিল আবেগমিথত উৎকণ্ঠা। আজকের মতো টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট ছিল না ঠিকই, তবু খবর দ্রুত জানাজানি হয়ে যেত। চম্পারণ সত্যাগ্রহ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব, ডান্ডি অভিযান, ভগত সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের ফাঁসি, ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাফল্য জনগণকে বিদ্যুৎস্পর্শ দিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনকে এইভাবে নেতৃত্বপ্রদান এবং শক্তিসঞ্চারের জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রশংসা প্রাপ্য। কিন্তু আজকের ভারতে মধ্যবিত্ত সমাজের সেই দাপট দেখাবার জায়গা কোথায়।

পূজা-র বিতর্ক নতুন করে প্রশ্ন তুলছে সংরক্ষণের 'ক্রিমি লেয়ার' নিয়ে

অশোক সেনগুপ্ত

পুণের শিক্ষানবিশ আমলা পূজা খেড়করকে নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা হচ্ছে। 'ক্রিমি লেয়ার' অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হয়েও তিনি প্রভাব খাটিয়ে বাঁকাপথে ইউপিএসসি-তে তালিকাভূক্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ। এ নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রতিবাদ উঠতে শুরু করেছে সংরক্ষণ-বিরোধী বিভিন্ন মোর্চা থেকে।

ইউপিএসসি পরীক্ষায় ২০২২ সালের ব্যাচের আধিকারিক পূজা ঠাঁটেবাটে হার মানাবেন অনেক তারকা-প্রভাবশালীকে। তাঁর বাবা-মা দুজনেই প্রভাবশালী এবং অত্যন্ত ধনী। অভিযোগ, অফিসের কাজে যোগ দিতে গিয়ে প্রথম দিনই অস্বাভাবিক নানা দাবি করে ওপরওয়ালার সঙ্গে দূর্ব্যবহার করেন। সম্প্রতি ব্যক্তিগত বিলাসবহুল গাড়িতে 'গভর্নমেন্ট অফ মহারাষ্ট্র' স্টিকার লাগিয়ে এবং উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা-মন্ত্রীদের মতো গাড়িতে লাল আলো লাগিয়ে তিনি বিতর্ক তৈরি করেছেন। 'শাস্তি'ও পেয়েছেন। আর তার পরেই তাঁর নিয়োগে অনিয়ম নিয়েও অভিযোগ উঠে এসেছে। 'ক্রিমি লেয়ার'-এর বেআইনি সুযোগ ছাড়াও 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন' প্রতিযোগীদের জন্য নির্দিষ্ট সুযোগও নিয়েছেন বেআইনিভাবে।

অনগ্রসর শ্রেনী হলেও অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাগত দিক থেকে এগিয়ে, এমন পরিবারের প্রার্থীদের বলা হয় 'ক্রিমি লেয়ার'। এঁরা সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন না বলে ১৯৭১ সালেই জানিয়েছিল সত্তানাথন কমিটি। ঠিক হয়, সমস্ত উৎস থেকে মোট বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা বা তার কমে থাকা অনগ্রসর শ্রেনীর প্রার্থীরাই সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন। ২০০৪-এ বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকায় এই সীমা বাড়ানো হয়। ২০০৮-এ তোলা হয় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকায়। ২০১৩-তে বাড়ানো হয় ছ'লক্ষ টাকায়। ২০১৭-তে তোলা হয় ৮ লক্ষ টাকায়।

ভারতে বিভিন্ন ধরণের সংরক্ষণের জেরে অন্য প্রার্থীরা উল্লেখযোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে প্রায়শই অভিযোগ ওঠে। ১৯৯৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের ইন্দ্র সাহনি অ্যান্ড আদারস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া'মামলার রায়ে বলা হয়েছিল যে সংরক্ষণ পাঁচ বছরের জন্য রাখা হবে। তা হয়নি। উল্টে, বিভিন্ন রাজ্যে সংরক্ষিত আসনের শতাংশ বেড়েছে।

প্রাক্তন চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল (সিপিএমজি) গৌতম ভট্টাচার্য সংরক্ষণের এই বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গে বলেন, 'যতদিন না দেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হচ্ছে, শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগ সকলের জন্য তৈরী হচ্ছে, এরকমই চলবে'।

গৌতম ভট্টাচার্য এই প্রতিবেদককে বলেন, 'আজ ভারতে সরকারি বা আধা-সরকারি চাকরি এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ৬০ শতাংশ আসনই সংরক্ষিত। এটা ভোগ করার সুযোগ আছে প্রায় ৯৫-৯৬ শতাংশ মানুষের। সমাজের স্বচ্ছল ৪-৫ শতাংশ পরিবার বাদ দিলে সকলেই তো আজকাল সংরক্ষণের আওতায়। তফসিলি জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে তো 'ক্রিমি লেয়ার'-এর কোনো নিষেধাজ্ঞাই নেই! এত মানুষ যখন সংরক্ষণের সুবিধাভোগী, বেড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কে? যাঁদের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে, এই ব্যবস্থা তাঁদের উপকারে আসছে কিনা, এই প্রশ্ন করার হিম্মত কোনও রাজনৈতিক দলের আছে'?

কীভাবে এই সংরক্ষণ বহু লোকের অসহায়তার কারণ হচ্ছে? গৌতমবাবুর জবাব, 'সরকারী চাকরিতে গ্রুপ 'এ' লেভেলে, ঢুকবার সময় সংরক্ষণ থাকলেও পদোন্নতির জন্য সংরক্ষণের নিয়ম নেই। গ্রুপ 'বি', 'সি' বা 'ডি' তে পদোন্নতিতেও সংরক্ষণ আছে। নিচুতলার কোনও কর্মী যখন দেখেন যে তাঁর থেকে অনেক জুনিয়র, হয়তো যে চাকরিতে ঢুকবার পর তাঁরই কাছে ট্রেনিং নিয়েছেন, শুধুমাত্র সংরক্ষণের কারণে সেই ব্যক্তিই অফিসে তাঁর বস্ হয়ে গেলেন, সেটা একটা গভীর ক্ষোভের জন্ম দেয়। এই বঞ্চনা বোধ এবং ক্ষোভ নিয়েই সরকারী দফতরে নিচুতলার আধিকারিক ও কর্মীরা জীবন কাটান।

অনগ্রসর শ্রেনী হলেও অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাগত দিক থেকে এগিয়ে, এমন পরিবারের প্রার্থীদের বলা হয় 'ক্রিমি লেয়ার'। এঁরা সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন না বলে ১৯৭১ সালেই জানিয়েছিল সত্তানাথন কমিটি। ঠিক হয়, সমস্ত উৎস থেকে মোট বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা বা তার কমে থাকা অনগ্রসর শ্রেনীর প্রার্থীরাই সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন। ২০০৪-এ বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকায় এই সীমা বাড়ানো হয়। ২০০৮-এ তোলা হয় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকায়। ২০১৩-তে বাড়ানো হয় ছ'লক্ষ টাকায়। ২০১৭-তে তোলা হয় ৮ লক্ষ টাকায়। ভারতে বিভিন্ন ধরণের সংরক্ষণের জেরে অন্য প্রার্থীরা উল্লেখযোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে প্রায়শই অভিযোগ ওঠে। ১৯৯৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের ইন্দ্র সাহনি অ্যান্ড আদারস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া'মামলার রায়ে বলা হয়েছিল যে সংরক্ষণ পাঁচ বছরের জন্য রাখা হবে। তা হয়নি। উল্টে, বিভিন্ন রাজ্যে সংরক্ষিত আসনের শতাংশ বেড়েছে।

তবে একবার গ্রুপ 'এ' তে পদোন্নতি হয়ে গেলে এই নিয়ম আর থাকে না। তাই যাঁরা সরাসরি গ্রুপ 'এ'-র চাকরিতে যোগ দেন, তাঁদের এই রকমের বঞ্চনা বোধ থাকে না।

'এতো গেলো চাকরিতে ঢোকার পরের গল্প। কিন্তু চাকরিতে ঢুকবার সময়তো সংরক্ষণের জের সবাইকেই পোহাতে হয়। গ্রুপ 'এ'ও তার ব্যতিক্রম নয়'। গৌতমবাবু এ কথা জানিয়ে বলেন, 'যখন আমি দেখবো আমার থেকে দু'শ নম্বর কম পেয়ে বা মেধাতালিকায় হাজার স্থান পেছনে থেকেও শুধুমাত্র সংরক্ষণের কারণে আমার কাঙ্ক্ষিত সার্ভিসে কেউ একজন ঢুকে গেলেন আর আমি পারলাম না, সেটা তো হতাশা এবং ক্ষোভের কারণ হবেই'!

এই বিতর্কের মধ্যে সংরক্ষণের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ ব্যাপারে প্রাক্তন সিপিএমজি-র ব্যাখ্যা, তআমাদের মতো গরীব দেশে সংরক্ষণের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। তবে দেখতে হবে যাঁদের কথা ভেবে এই সংরক্ষণ, তাঁদের কাছে যেন সংরক্ষণের সুবিধা পৌঁছয়। দেখা যাচ্ছে দলিতদের মধ্যেও একটা 'ক্রিমি লেয়ার' তৈরী হয়েছে এবং তাঁদের কাছেই অন্যায়ভাবে সুযোগ সুবিধেগুলি পৌঁছচ্ছে।দ

গৌতমবাবুর মতে, 'সংরক্ষণের সুযোগে ধরা যাক একটি পরিবারে এক প্রজন্ম এগিয়ে গেলো। তাঁর সন্তানেরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েও যখন আবার সংরক্ষণের সুবিধা নেয়, আজকের প্রথম প্রজন্মের দলিত পরিবারের সন্তানটি তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কি করে? এভাবেই সংরক্ষণ থাকলেও প্রকৃত দলিতের বা পিছিয়ে থাকার উপজাতিদের অনেকে অবহেলিতই থেকে যাচ্ছেন। সংরক্ষণের সুযোগ পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্মকে তাই কেন দেওয়া হবে, সেটা নিয়ে ভাববার দরকার আছে। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ সমাজে গভীর তিক্ততা, ক্ষোভ এবং বঞ্চনাবোধের জন্ম দিয়েছে। সুস্থ সমাজের স্বার্থে এই নিয়মের যৌক্তিকত বিচার করা কাম্য'।

আনন্দকথা

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ার, ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে অবার দর্শন করিতে আসেন। সঙ্গে জোসেফ কুক্, আমেরিকান পাদরী মিস পিগট। ব্রাহ্মভক্তগণসহ কশব ঠাকুরকে স্টীমার তুলিয়া লইলেন। কুক্ সাহেব শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি অবস্থা দেখিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র এই জাহাজে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিয়া মাস্টার দশ-পনেরো দিনের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন।

তিন মাস পরে এপ্রিল মাস শ্রীরামকৃষ্ণ কমলকুটিরে কেশবকে দেখিতে আসেন। তাহারই একটু বিবরণ এই পরিচ্ছেদে দেওয়া হইল।

(শ্রীরামকৃষ্ণের কেশবের প্রতি স্নেহ—জগন্মাতার কাছে ডাব-চিনি মানা)

আজ কমলকুটিরে সেই বৈঠকখানাঘরে ঠাকুর

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

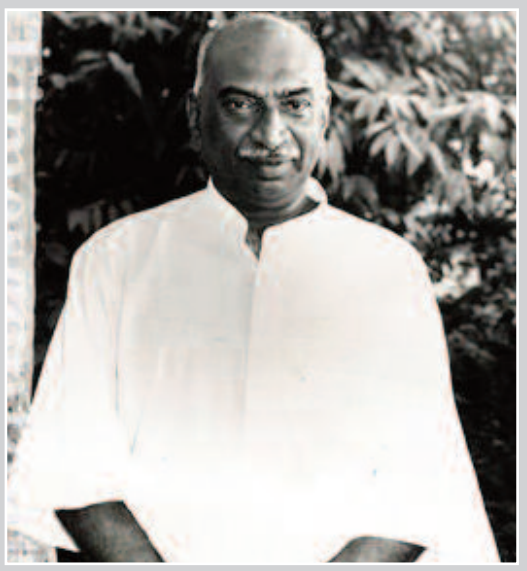

কে কামরাজ

১৯০৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কে কামরাজের জন্মদিন।*
১৯২৫ *বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকারের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়ার সরদারা সিংয়ের জন্মদিন।*

বিবাহ বার্ষিকী দুটি মনের সহাবস্থান না সন্দেহের!

প্রদীপ মারিক

জীবন মানে বেঁচে থাকা নয়। জীবন মানে নিজের ভালো থাকার থেকেও সকলকে ভালো রেখে ভালো থাকা। সেই ভালো থাকার জন্য চাই ভালোবাসা। ভালোবাসা এক অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু, স্বামী স্ত্রী'ই সেই বন্ধুত্বের নজির রাখতে পারেন। কারণ ভালোবাসা বিশ্বাস সব থেকে বেশি থাকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই। দীর্ঘ বছর কেন সারা জীবন একসাথে এক ছাদের তলায় থাকতে থাকতে সংসারে জাগড়া মন কষাকষি হবেই এটাই স্বাভাবিক কিন্তু তার মধ্যেও যে কত সুখ দুঃখের কথা একমাত্র বলতে পারে স্বামী তার স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে। দুটি জীবন এক আত্মায় পরিণত হয়। কিন্ত কোন কারণে যদি সন্দেহ আসে তাহলে সেই বিশ্বাসের ভীতটাই নড়ে যায়। তাই সন্দেহ না করে দু'জনের উচিত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু প্রশ্ন আসে সন্দেহ নিয়ে কি করে আলোচনা করা যায়। সেই জন্যই তো একে অন্যকে বুঝতে হবে, দুজন দুজনের ভালোবাসাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ভালোবাসার কাছে এমন কেউ নেই যে হেরে যায়, কিন্তু ভালোবাসা তো হেরে জেতার জন্য নয়, ভালোবাসা হল স্বামী স্ত্রীর শেষ ভরসায় বেঁচে থাকা। বছরের পর বছর বেঁচে থাকুক তাদের ভালোবাসা সব সন্দেহের উর্ধ্বে বার্ষিকীর পর বার্ষিকী হয়ে। বিবাহ বার্ষিকী হল একটি বিবাহের তারিখের বার্ষিকী। দম্পতিরা প্রায়ই তাদের সম্পর্ক উদযাপন করে, হয় ব্যক্তিগতভাবে বা একটি বৃহত্তর অনুষ্ঠানের সাথে উপলক্ষটি চিহ্নিত করে। এই বিশেষ উদযাপন এবং উপহার প্রায়ই বিশেষ বার্ষিকী মাইলফলকের ইঙ্গিত করে ১০, ১৫, ২০ বা ২৫ বছরের জন্য দেওয়া হয়। বিশ্ব বিবাহ দিবসটি যেমন আমেরিকান সংস্থা ওয়ার্ল্ডওয়াইড ম্যারেজ এনকাউন্টার দ্বারা স্পনসর করা একটি অনুষ্ঠান, ক্যাথলিক গির্জা বিবাহের এনকাউন্টার আন্দোলনের সাথে যুক্ত এবং প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় রবিবারে পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল, বিশ্ব বিবাহ দিবস স্বামী ও পরিবারের ভিত্তি, সমাজের প্রাথমিক একক হিসাবে সম্মান প্রদর্শন করে এটি দৈনন্দিন বিবাহিত জীবনে তাদের বিশ্বস্ততা, ত্যাগ এবং আনন্দের সৌন্দর্যের প্রতি সম্মান দেয়। কিছু সংস্কৃতিতে, মাইলফলক বার্ষিকীর জন্য ঐতিহ্যগত নাম বিদ্যমান, উদাহরণস্বরূপ, বিবাহের পঞ্চাশ বছর 'সোনালী বিবাহ বার্ষিকী' , 'সুবর্ণ বার্ষিকী' বা 'সুবর্ণ বিবাহ' হিসাবে পরিচিত হতে পারে। ইংরেজিভাষী দেশগুলিতে, বিবাহ বার্ষিকীর সাথে উপহার দেওয়ার প্রথা ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরও প্রচলিত হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীতে, বাণিজ্যিকীকরণ বৃদ্ধির ফলে পূর্বনির্ধারিত উপহারের তালিকায় আরো বার্ষিকী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিশ্বের কিছু অংশে, দম্পতিরা বিবাহের বিশেষ মাইলফলকের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিশেষ স্বীকৃতি পেতে পারে। কমনওয়েলথ রাজ্যে, একজন দম্পতি ৬০ তম, ৬৫ তম এবং ৭০ তম বিবাহ বার্ষিকীর জন্য এবং তার পরে যে কোনও বিবাহ বার্ষিকীর জন্য রাজার কাছ থেকে একটি বার্তা পেতে পারেন। এটি যুক্তরাজ্যের বাকিংহাম প্যালেসে বা অন্যান্য কমনওয়েলথ রাজ্যের গভর্নর-জেনারেল অফিসে আবেদন করার মাধ্যমে করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় দম্পতিরা ৫০ তম এবং পরবর্তী সমস্ত বিবাহ বার্ষিকীতে গভর্নর-জেনারেল থেকে একটি অভিনন্দন পত্র পেতে পারে। কানাডায় দম্পতিরা ৫০ তম বার্ষিকী এবং তার পরে প্রতি পঞ্চম বার্ষিকীর জন্য গভর্নর-জেনারেল থেকে একটি বার্তাও পেতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন দম্পতি ৫০ তম এবং পরবর্তী সমস্ত বার্ষিকীর জন্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে একটি বার্ষিকী শুভেচ্ছা কার্ড পেতে পারেন। ১৯৩৭ সালে, আমেরিকান ন্যাশনাল রিটেইল জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বর্তমানে যার নাম আমেরিকার জুয়েলার্স নামে পরিচিত সংস্থা ২৫ তম পর্যন্ত প্রতি বছরের জন্য এবং তারপরে তার পরে প্রতি পঞ্চম বার্ষিকীর জন্য একটি করে উপহারের তালিকা ঠিক করেছিলেন। সাহিত্যের আঙিনায় বিবাহ বার্ষিকী অন্য মাত্রা পেত। ছাপাখানা থেকে ছেপে আসত আত্মীয়-বন্ধুদের শুভেচ্ছা লেখা হরেক পদ্য। প্রিয় প্রেমিক তার স্ত্রীর প্রতি লিখছেন, 'তুমি ছিলে প্রিয় সখা ভালোবাসার মুর্ত প্রতীক ই / আজ ও তুমি তেমন আছো সবুজ মনে থাকি একাকি / এক বছর কেমন পেরোয়, পেরিয়ে যাবে কত যুগ / তুমি আমার সেই সাজনী দুঃখের মধ্যে ভরা সুখ।' সেকালের বিবাহ অনুষ্ঠানে সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যেত। বিশ্বকবিও লিখেছেন বিয়ের কবিতা, ছাপাখানা থেকে ছেপে আসত আত্মীয়-বন্ধুদের লেখা হরেক পদ্য, কোনও পদ্যে বরের বংশপরিচয়, কোথাও যুদ্ধের ছায়া। উনিশ শতকের শেষের দিকে জনপ্রিয় রেওয়াজ ছিল বিয়েতে পদ্য ছাপানোর। প্রথম বিয়ের পদ্য রাজা সুবোধ মল্লিকের বিয়েতে ছাপা হয়েছিল বাংলা ১৩০৪ সালে। সেই সব পদ্যের রচয়িতাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ পদ্য-লিখিয়ে নিজের নাম রাখতেন না, বর বা কনের মা-বাবা, দাদু-দিদিমা, ভাগ্নি-ভাইপো, এমনকী পড়শির নাম দিয়ে ছাপতে। পদ্য নিয়ে আলোচনায় ঠাকুরবাড়ির প্রসঙ্গ না ছুঁয়ে গেলে হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ের আশীর্বাদ বা উপহার হিসাবে প্রচুর লিখেছেন। তবে বিয়ে উপলক্ষে কোনও কবিতা নয়, প্রথম লিখেছিলেন দু'টি গান ১৮৮১ সালে। গানদু'টির প্রথম লাইন; 'দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি' আর 'মহাগুরু দুটি ছাত্র এসেছে তোমার'। দ্বিতীয় গানটি পরে পরিবর্তন করে করেছিলেন 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে'। গান দু'টি রাজনারায়ণ বসুর মেয়ে লীলাবতীর সঙ্গে কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিয়ে উপলক্ষে লেখা। এই গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও একটা ইতিহাস। লীলাবতীর বিয়েতে গানদু'টি গাইতে হবে বলে গায়কদের নিজেই তালিম দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই গায়কদের দলে এক জন ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ। তার প্রিয় গানের মধ্যে ছিল 'দুই হৃদয়ের যদি', যা তাঁর সম্পাদনায় 'সঙ্গীতকল্পতরু' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। রবি ঠাকুর কলম ধরার পর রবীন্দ্রসৃষ্টি দিয়ে বিয়ের পদ্য সঙ্কলনের প্রচ্ছদ সাজানো শুরু হল। প্রথম পাতায় রবীন্দ্র-কবিতাংশ, ভিতরের পাতায় নিজেদের লেখা বিয়ের কবিতা। সেই উদাহরণও পাওয়া যায়। যেমন শোভাবাজার রাজবাড়ির অমল কৃষ্ণ দেবের বিয়ের পদ্য সঙ্কলনের প্রচ্ছদে কবিগুরুর রচনা, 'নূতন পথের যাত্রী দুটি / ছুটছে যাহার সন্ধানে / যোগ করে দাও, এক করে দাও / হলদে সুতোর বন্ধনে।' আরও যে বিয়ের উৎসবগুলিতে কবিগুরু তাঁর লেখা উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে আছে বিহারীলাল গুপ্তের কন্যা স্নেহলতার বিয়ে, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা নলিনীর বিয়ে, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে, লীলাদেবীর বিয়ে, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা ইন্দিরার বিয়ে, কবি অমিয় চক্রবর্তীর বিয়ে, লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিয়ে, কোচবিহারের রাজকন্যা ইলাদেবীর বিয়ে ইত্যাদি। কবির আশীর্বাদ সকলেই চাইত, কাউকে বিমুখ করতেন না তিনি। এ দিকে ফরমায়েশি লেখা লিখতেও মন চাইত না। সে কথা জানিয়েছিলেন চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের মেয়ের বিয়ের জন্য কবিতা পাঠানোর সময়। এই ধরনের সৃষ্টি সব নিশ্চয়ই ছাপা হয়নি। কে জানে, হয়তো কিছু বিয়ের পদ্য এখনও লুকিয়ে আছে কোনও পারিবারিক অ্যালবামের গহনে! রবীন্দ্র যুগেও রেজিস্ট্রি বিয়ে প্রচলন ছিল। ১৯৩৩ সাল, বিয়ের দিন দারুন বৃষ্টি, কলকাতার রাস্তায় হাঁটু জল ঠেলে অতিথিরা এলেন বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণ খেতে। সাড়ে সাতশো লোক চিংড়ি মাছের মালাইকারি, রাবড়ি সহ ভোজ খেয়ে তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। নিমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও। জলমগ্ন রাস্তায় গাড়ি চড়ে বিয়েবাড়ি পৌঁছতে পেরেছিলেন শেষমেশ কিন্তু খাননি কিছুই। এটা ঘটেছিল লেখিকা লীলা মজুমদারের বিয়ের রাতে বাড়ির অমতে, সে কালের কলকাতার রেজিস্ট্রি বিয়ে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান না মানা হলেও, ত্রুটি থাকেনি অতিথি আপ্যায়নে, বিশেষত খাওয়াদাওয়ায়। বাঙালি বিয়ের ভোজ এমনই এক চিত্তাকর্ষক বিষয় যে হিন্দু হোক বা ব্রাহ্ম, সামাজিক হোক বা রেজিস্ট্রি বিবাহ, খাওয়া দাওয়ার নিত্যনতুন আয়োজনে ত্রুটি রাখতে চাইতেন না কেউই। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বিয়ে হয় পঁচিশোর্ধ লীলা মজুমদারের। কিন্তু এসবের মাঝেও উৎসব আনন্দে খুব একটা ঘাটতি হয়নি, খাবারের লম্বা ফিরিস্তি দেখলে আমোদ উল্লাসের নজির স্পষ্ট চোখে পড়ে। কলাপাতায় বড় বড় লুচি আর সাথে আলুনী কুমড়োর ছক্কা, (আলুনী অর্থাৎ লবনবিহীন) এই ছিল ভোজের প্রারম্ভে। নুন সহযোগে রান্নায় যেহেতু ব্রাহ্মণদের কিঞ্চিৎ নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাই নুন ব্যতীত তরকারি, কিন্তু বেশিরভাগের মতে তা নাকি এখনকার যে কোনও উপাদেয় তরি-তরকারি কে হার মানায়। নুন থাকতো পাতের পাশে, প্রয়োজন হলে মেখে নেওয়া যাবে। এই প্রথা মেনে আজও বিয়েবাড়িতে থালার পাশে নুন, লেবু দেওয়া হয়, শুধু পার্থক্য হলো এখনকার সবজি বা ডালে নুন রান্নার সময়েই মেশানো হয়, আগে যা হতো না। তরকারির সাথে থাকতো ময়দার লুচি, যার প্রচলনও কলকাতায় খুব পুরোনো নয়। পালযুগ এর বাংলায় আটার লুচির উল্লেখ থাকলেও (যাকে প্রকারান্তে বলে পুরি) বাংলার উৎসব পার্বণে ময়দার লুচির রমরমা খুব সম্ভবত আধুনিক যুগেই শুরু হয়। এছাড়া নতুন সংযোজন বুটের ডাল, শাকভাজা, মাছের চপ, কাটলেট, কালিয়া, মৌরি সহযোগে বানানো কচুরি, সিঙ্গারা, নিমকি, পাপড় ভাজা আর চাটনি। মিষ্টান্নের ক্ষেত্রে দুটি আলাদা সরা নির্দিষ্ট করা হতো, একটাতে থাকতো খাজা, গজা, মতিচুর, জিলাপি, পেরাগী, পান্তুয়া আর অপর সরায় মনোরঞ্জন, বাদাম তক্তি, ক্ষীরপুলি, বরফি, পেড়া, গুজিয়া, গোলাপজাম। ভোজ শেষে পান ছিল অতি আবশ্যক। কলকাতার বিয়েতে পানে চুন, খয়ের, জায়ফল, জয়িত্রি, কর্পূর দেওয়া হতো। ছোট এলাচ আমদানি হতো গুজরাট থেকে আর পানপাতা আসতো মেদিনীপুর থেকে। সেই বিবাহ আজ বিবাহ বার্ষিকীতে। মনের টান নাকি লোক দেখানো কেক কাটা ভালোবাসি বলে মুখে তুলে দেওয়া। হাততালি দেওয়া আর ইনজিরিতে হ্যাপি হ্যাপি করা। ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে দেখানো কত ভালোবাসি। ভালোবাসা মানেই সমর্পণ। তুমি কি আমি তা জানি না, আমাদের ভবিষ্যৎ কি জানি না শুধু জানি তোমাকে ভালোবাসি। সেই ভালোবাসার টানে আমার বংশ মর্যাদা বিসর্জন দিতেও আমি প্রস্তুত। আমার কাছে সেই ভালোবাসার মানুষ কেবল মাত্র তুমি। তোমাকেই ভালোবাসি যুগ যুগ ধরে সাত জন্মের পরেও —

ওভারলোড গাড়ি চলাচলের কারণে দুর্বিষহ রাস্তার হাল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: অবৈধ বালি, কয়লা ও লোহার ব্যবসার উপর রাশ টানতে পুলিশ, ব্লক প্রশাসন ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে কড়া নির্দেশ সরকারের। ইতিমধ্যেই বহু জায়গায় এই অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে প্রশাসন। কিন্তু ভিন্ন চিত্র দেখা গেল পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গৌরবাজার এলাকায়। সরকারের নির্দেশের পরও এখানে রমরমিয়ে চলছে বালির ব্যবসা। প্রতিনিয়ত বালি বোঝাই গাড়ি যাতায়াতের কারণে গৌরবাজার থেকে বনগ্রাম যাওয়ার প্রধান রাস্তার অবস্থা দুর্বিষহ। গৌরবাজার গ্রাম থেকে বনগ্রাম পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে তিন কিলোমিটার রাস্তা বেহাল। যে কোনও সময় ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা। এই রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে পাণ্ডবেশ্বর থেকে গৌরবাজারগামী বাসগুলি এখন মাধাইপুরে এসে আর যাচ্ছে না বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

অজয় নদীর বুক চিরে বৈজ্ঞানিকভাবে তোলা হচ্ছে বালি। আর মাধাইপুর থেকে গৌরবাজার রাস্তার দু'পাশে তাকালেই দেখা যাবে পর্বত প্রমাণ বালির স্তূপ। আশ্চর্যের বিষয় পুলিশ কিংবা ব্লক প্রশাসন অথবা ভূমি রাজস্ব দপ্তর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। গৌরবাজার গ্রামের বাসিন্দা অমিয় সাহা বলেন, তাদের গ্রামের প্রধান বাজার হল বনগ্রাম, কিন্তু বর্তমানে এই রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা যে প্রধান বাজার যাওয়া আর হচ্ছে না গ্রামবাসীদের।

গৌরবাজার এলাকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি বালিরঘাট, তার মধ্যে বৈধ বালির ঘাটের আড়ালে চলছে অবৈধ ঘাটও, এমনটাই গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ। এই এলাকায় গোলায় ঘাট, লেবার ঘাট, ডুমুর তলা ঘাট ও আরো কয়েকটি বালিঘাট রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বর্তমানে ডুমুরতলা ঘাটটি বন্ধ অবস্থায় আছে। বর্তমানে গৌরবাজার বনগ্রাম যাওয়ার রাস্তাটির বেহাল অবস্থার জন্য গোলাইঘাট এবং তার পার্শ্ববর্তী একটি বালিঘাট দায়ী বলে স্থানীয়রা জানান। বীরভূম এবং দুর্গাপুরের ২ ব্যবসায়ী এই ঘাটগুলি চালান বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। এই বিষয়ে গৌরবাজার পঞ্চায়েতের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি উৎপল দত্ত রাস্তার অবস্থা খারাপ একথা স্বীকার করেছে তিনি বলেন, গৌরবাজার থেকে বনগ্রাম পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তার টেন্ডার ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে।

মালদার বিভিন্ন বাজারেও টাস্ক ফোর্সের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সবজির দামে নিয়ন্ত্রণ রাখতে কড়া নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য প্রশাসন। মালদায় সবজি বাজারের তদারকির ক্ষেত্রে গঠন হয়েছে টাস্কফোর্স। কিন্তু তারপরেও খুচরো বাজারে একাংশ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে লাগামছাড়া দাম বৃদ্ধি করে সবজি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ পেয়ে টাস্কফোর্সের কর্তারা বাজারে অভিযান চালালেও সেই সময় সমস্ত কিছু পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু পরবর্তীতে আবারও লাগামছাড়া ভাবেই সবজির দাম খদ্দেরদের কাছ থেকে আদায় করছে একাংশ বিক্রেতারা বলে অভিযোগ। যদিও এ ব্যাপারে কড়া হাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তিনি বলেন, মালদা জেলার বিভিন্ন হাটবাজারে অভিযানের ক্ষেত্রে ১৭ টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই অভিযান চালানো হচ্ছে। তবে অবাঞ্ছিতভাবে যদি সবজির দাম বাড়িয়ে দেয় বিক্রেতারা, ধরা পড়লে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, মালদার একমাত্র ইংরেজবাজার নিয়ন্ত্রিত বাজারেই সবজির পাইকারি মার্কেট রয়েছে। সংশ্লিষ্ট মার্কেটের সম্পাদক তরুণ ঘোষ বলেন, সবজির এই পাইকারি বাজার থেকে সরকারি নির্দেশ মেনে সমস্ত কিছুর ওপরই দাম নিয়ন্ত্রণ করে বেচাকেনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন সবজির দাম নিয়ন্ত্রণ রেখে বিক্রি করা হচ্ছে। কিন্তু খুচরো বাজারে সবজি বিক্রেতারা কিভাবে খদ্দেরদের কাছ থেকে দাম নিচ্ছেন তা বলতে পারব না।

মালদা শহরের মকদমপুর মার্কেট, নেতাজি পুর মার্কেট, ঝলঝলিয়া কাজী আজহারউদ্দিন মার্কেট সহ বিভিন্ন হাটবাজারে যে যেমনটা পারছে সবজির আকাশছোঁয়া দাম খদ্দেরদের কাছ থেকে নিচ্ছে বলে অভিযোগ। অধিকাংশ ক্রেতাদের অভিযোগ, পাইকারি

বাজারের সঙ্গে খুচরো বাজারের দামের অনেক তফাৎ রয়েছে। পাইকারি বাজারে আলু ২৬ টাকার কথা বলা হলেও খুচরা বাজারে ৩০ থেকে ৩৫ টাকা নেওয়া হচ্ছে। একই রকম ভাবে বিভিন্ন সবজির ক্ষেত্রেও আকাশ ছোঁয়া দাম বৃদ্ধি হয়েছে।

জেলার ব্যবসায়িক সংগঠন মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক বলেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনেই সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে যাতে থাকে হাটেবাজারে গিয়েও বিক্রেতাদের সচেতন করা হচ্ছে। যদিও বর্ষার মরশুমে অনেক ক্ষেত্রে সবজির আমদানি কমে যায়, ফলে অনেকেই দাম বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে প্রশাসন অভিযান চালাচ্ছে।

স্বপ্ন ছিল পুলিশে চাকরির

ভিজে হাতে লোহার পাইপে হাত দিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: পুলিশের চাকরির জন্য নিচ্ছিলেন প্রস্তুতি। চলছিল লাগাতার প্র্যাকটিস। তারপর স্নানের জন্য নেমেছিলেন নলকূপের জলে। তবে খেয়াল করেননি পাশে থেকে চলে গিয়েছে বিদ্যুতের তার। ভিজে হাতে লোহার পাইপে হাত দিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন তিনি। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের দত্ত কলোনির বাসিন্দা আকাশ সিং। প্রতিদিনই ওই কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে চুঁচুড়া কৃষি খামারে দৌড়তে যেতেন। রবিবার সকালেও তার অন্যথা হয়নি। সাগর বিশ্বাস নামে এক বন্ধুর সঙ্গে প্র্যাকটিসে যান তিনি। এরপর দুই বন্ধু মিলে গভীর নলকূপের জলে স্নান করেন। তবে নলকূপের পাইপের উপর লোহার তার চলে গিয়েছিল। আর তাতে হাত দিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যান আকাশ। সাগর

বুঝতে পেরে আর দেরি করেননি। টোটো ডাকেন। নিয়ে যাওয়া হয় চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে। চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন মৃত্যু হয়েছে যুবকের। মৃত আকাশের বাবা লক্ষ্মী সিং নারায়ণ পেশায় দিন মজুর। আকাশ বাড়ির বড় ছেলে। তার এক ভাই, এক বোন আছে। সংসারের হাল ধরতে একটা চাকরি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল। সেই কারণে পুলিশে চাকরি পেতে দৌড়তেন। তাঁর সেই দৌড় এভাবে থেমে যাওয়ায় শোকস্তব্ধ প্রতিবেশীরা।

সচেতনতামূলক আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ ও নাগরিক সমাজের উদ্যোগে রবিবার সচেতনতামূলক যৌথ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় রবীন্দ্রভবন প্রেক্ষাগৃহে। খাল ও নিকাশি নালা সংস্কার, অবৈধ নির্মাণ হটিয়ে দেওয়া, যানজটের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি শহর ও গ্রামাঞ্চলগুলির নিরাপত্তা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এইসব কাজগুলি শান্তিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়নের জন্য পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ নাগরিকদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) মিতুন কুমার দে, মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ, এসডিপিও সাকিব আহমেদ, বিধায়ক পান্নালাল হালদার সহ ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ ও প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরা।

উঠে যাচ্ছে নবনির্মিত পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার পিচ, প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হাতের চাপে উঠে আসছে নব নির্মিত পথশ্রী প্রকল্পের পাকা রাস্তার পিচ। বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের শিউলিপাহাড়ি গ্রামের এমন ঘটনা সামনে আসতেই প্রতিবাদে নেমেছেন স্থানীয়রা। অবিলম্বে রাস্তাটি নতুন করে নির্মাণের দাবিতে রাস্তার উপর গাছের ডাল ফেলে পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন এলাকার মানুষ। বাঁকুড়ার খড়বনা বাজার থেকে শিউলিপাহাড়ি গ্রাম হয়ে চাকলতোল পর্যন্ত রাস্তা কংক্রিট করার জন্য ৮৬ লক্ষ ৫ হাজার ২৩৪ টাকা বরাদ্দ হয় পথশ্রী প্রকল্পে। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাস্তার কাজ শুরু হয়। সম্প্রতি স্থানীয় শিউলিপাহাড়ি গ্রামের কাছে ওই রাস্তার একাংশে কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজ করে বরাত প্রাপ্ত ঠিকা সংস্থা। রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ হতেই শিউলিপাহাড়ি গ্রামের মানুষ দেখেন গ্রাম লাগোয়া ওই রাস্তার প্রায় চারশো মিটার অংশে কংক্রিট হাতের চাপেই ভেঙে যাচ্ছে। গ্রামবাসীদের দাবি, রাস্তা নির্মাণে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করাতেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ এস্টিমেট অনুযায়ী রাস্তা যেমন তৈরি হয়নি তেমনই বেশিরভাগ অংশে বালি পাথরের বদলে সিমেন্টের সঙ্গে মোরাম মিশিয়ে ওই রাস্তা তৈরি করেছে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকা সংস্থা। অবিলম্বে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে তৈরি ওই রাস্তার চারশো মিটার অংশ ভেঙে দিয়ে সঠিক মানের সামগ্রী দিয়ে নতুন করে রাস্তা তৈরির দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। নিজেদের দাবিকে সামনে রেখে রাস্তার উপর গাছ ফেলে পথ অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা। অবিলম্বে দাবি পূরণ নাহলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিউলিপাহাড়ি গ্রামের মানুষ।

মৃত্যুর হাত থেকে মাকে প্রাণে বাঁচাল দুই মেয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হাইমলিকে ফের প্রাণ রক্ষা। হাইমলিক কৌশল প্রয়োগ করে মায়ের জীবন রক্ষা করলেন দুই মেয়ে। ঘটনা বাঁকুড়ার সোনামুখীর পাথরমোড়া গ্রামের। শ্বাসনালিতে আটকে গিয়েছিল চকলেট। হাইমলিক কৌশলের মাধ্যমে সেই চকলেট বের করে মায়ের জীবন রক্ষা করল দুই মেয়ে। দুই মেয়ের দাবি এই শিক্ষা সবার দরকার অনেকের প্রাণ রক্ষা করা যাবে।

বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার পাথরমোড়া গ্রামে মায়ের জীবন রক্ষা করল দুই মেয়ে। শনিবার মৌসুমী মুখোপাধ্যায় নামে এক গৃহবধূর গলায় আটকে যায় চকলেট। বন্ধ হয়ে যায় তাঁর শ্বাস। বন্ধ হয়ে যায় কথাবার্তা। পাশেই ছিল কলেজ পড়ুয়া দুই মেয়ে বৃষ্টি ও চতুর্থী। মায়ের এমন কাণ্ড দেখেই তারা টের পেয়ে যায় মায়ের গলায় কিছু আটকে যাওয়ার কারণেই এই অবস্থা হয়েছে। নিজেরা ভেঙে না পড়ে শিখে রাখা হাইমলিক কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দেয় দুই মেয়ে। হাইমলিকের প্রয়োগের পরে শ্বাসনালি থেকে বেরিয়ে আসে চকলেটের টুকরো। স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে পায় মৌসুমী দেবী। এই হাইমলিক এমন একটা কৌশল যা জানা থাকলে এই ধরনের ঘটনা থেকে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। বৃষ্টি ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ক্যাম্প থেকে এই হাইমলিকের শিক্ষা নিয়েছিল। আর সেই শিক্ষায় তার মায়ের জীবন রক্ষা করতে পেরেছে। দুই কন্যার এই কীর্তি ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন প্রান্তে। রবিবার ওই এলাকায় স্কুল পড়ুয়া ও গ্রামের মানুষের সামনে হাইমলিক কৌশল প্রয়োগ কিভাবে করা হয় কোন ক্ষেত্রে করা হয় তা তুলে ধরা হয়। মায়ের জীবন বাঁচিয়ে সবার সামনে তাদের দাবি হাইমলিক সবার শিখে রাখা উচিত। তাতে অনেকের প্রাণ রক্ষা করা যাবে। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির দাবি বাঁকুড়া জেলায় এই হাইমলিক অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছে।

ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১নম্বর ব্লকের আড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বড়বাগান গ্রামে নিজের বাড়ি থেকে এক নবম শ্রেণির ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃত ওই ছাত্রীটির নাম সোনিয়া বাউড়ি (১৬)। সে রেলশহর আদ্রার নিগমনগর হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

মৃত ওই ছাত্রীটির কাকা রবীন বাউড়ি জানান, অন্যান্য দিনের মতো শনিবার রাতে সনিয়া বাউড়ি তার নিজের শোবার রুমে ঘুমিয়ে ছিল। গভীর রাতে নতুন তৈরি হওয়া বাড়িতে তাকে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখে আমরা ফাঁস কেটে তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ রঘুনাথপুর সুপার স্পশালিটি হাসপাতাল থেকে ওই ছাত্রীটির দেহ উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

ডাব্লুপিআইএল লিমিটেড
CIN L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল
৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

৭০তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সত্তরতম বার্ষিক সাধারণ সভা শুক্রবার, ৯ আগস্ট, ২০২৪ সকাল ১১:০০টায় অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং বা আদার্স অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস -এর মাধ্যমে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ -এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং তৎসহ পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫.০৯.২০২৩, সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ- ২৮.১২.২০২২, সার্কুলার নং ২/২০২২ তারিখ- ০৫.০৫.২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ - ০৫.০৫.২০২০, জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ- ১৩.০১.২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ১৯/২০২১ তারিখ- ০৮.১২.২০২১ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ- ১৪.১২.২০২১ অনুযায়ী।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ -এর ৯১ ধারা অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভা এবং লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বইগুলি শনিবার, ৩ আগস্ট, ২০২৪ থেকে শুক্রবার, ৯ আগস্ট, ২০২৪ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

ফিজিক্যাল আকারে কোম্পানির শেয়ারধারণকারী সদস্যরা বা যারা কোম্পানির সাথে নিজেদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিসের সেরিয়াটিম ২২ এবং ২৩ -এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে রিমোট ই- ভোটদানের মাধ্যমে বা মিটিংয়ের সময় রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন।

যে সকল সদস্যরা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিসের সেরিয়াটিম ২২ -এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে কোম্পানির সাথে তা নিবন্ধভুক্ত করতে পারবেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিসের সেরিয়াটিম ১২ -তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সদস্যরা ইলেক্ট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (ইসিএস) বা অন্য কোনও মাধ্যমে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.wpil.co.in/investor-services.php এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট https:-//www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
ডাব্লুপিআইএল লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বাঃ/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩.০৭.২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
এলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪, [রুল ৮(১)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং কমনভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
"আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) ধারার বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।"

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বর্ণনা
১	**মেসার্স ঘোষ ইলেক্ট্রনিকস অ্যান্ড ফার্নিচার (ঋণগ্রহীতা)** **শ্রী প্রসেনজিৎ ঘোষ (জামিনদাতা)** **স্বত্বাধিকারী - ঘোষ ইলেক্ট্রনিকস অ্যান্ড ফার্নিচার** **শ্রী প্রশান্ত কয়াল (বন্ধকদাতা/জমিনদাতা)** **শ্রী প্রসেনজিৎ কয়াল (জামিনদাতা)** **ঠিকানা :** গ্রাম : মথুরাপুর স্টেশন রোড, পো এবং থানা : মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৭৪৩৩৫৪ এবং আরও ঘোষপাড়া,মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩৫৪ এবং গ্রাম : গোপীনাথপুর, পো এবং থানা : মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ ৭৪৩৩৫৪। **শাখা : দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শাখা**	১৮.০৪.২০২৪ এবং ১০.০৭.২০২৪	১১,১৭,৯৮৩.০০ টাকা (এগার লাখ সতের হাজার নশো তিরাশি টাকা) ১৮.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ০৪ ডেসিমেল, তদস্থিত একতলা এবং দোতলা বসবাসের ভবন, মৌজা : গোপীনাথপুর, জেএল নং ৬০, দাগ নং ১৬০, ১৫৯/৫৩৪, এলআর প্লট নং ২৩৯, তৌজি : ৩৭৩, আরএস খতিয়ান নং ৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৭২, মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন :৭৪৩৩৫৪, দলিল নং ৯০০৫ তারিখ ০৬.০৮.১৯৮২। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী প্রশান্ত কয়াল। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুদর্শন কয়া, দক্ষিণে : সুদর্শন কয়াল, পূর্বে : প্রশান্ত কয়াল, পশ্চিমে : বিদ্যুৎ বরণী কয়াল।

তারিখ- ১০.০৭.২০২৪
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

লিভার প্রতিস্থাপন করতে প্রয়োজন প্রচুর অর্থ, বড় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন অথৈ জলে বিকাশের

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

ইচ্ছে ছিল বড় ফুটবলার হওয়ার। তবে সেই স্বপ্ন আপাতত অথৈ জলে শান্তিপুর ২১ নম্বর ওয়ার্ড দালালপাড়া লেন বণিকপাড়ার বাসিন্দা সহদেব হালদারের ছেলে বিকাশের। কারণ পরিবারে এসেছে এক মহাসংকট! বিকাশ হালদারের দু'মাস আগেই ধরা পরে লিভারের ভয়ানক অসুখ। চিকিৎসকেরা জানান সম্পূর্ণভাবেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে লিভারটি, এখন লিভার ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া কোনও উপায় নেই। মূত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক যে সমস্ত পদার্থগুলো বেরিয়ে যায় তার মধ্যে অন্যতম কপার। আর সেই কপার না বেরোতে পেরে লিভারে জমা হয়ে দিনের পর দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শরীরের অন্যতম প্রধান অংশটি। তবে এক্ষেত্রে ব্যথা বা অন্য কিছু উপলব্ধি করেনি বিকাশ।

চিকিৎসকের পরামর্শ মতো লিভার প্রতিস্থাপনে খরচ হবে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা। আর সেই টাকা জোগাড় করার চিন্তাতেই আপাতত অথৈ জলে হালদার পরিবার। সহদেব হালদারের পরিবার বলতে মাত্র তিনজন। স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র সন্তানকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই কাটাচ্ছিলেন জীবন। তবে মাস দুয়েক আগে হঠাৎই তার ছেলের সমস্যা হয় পেটে। এরপর শান্তিপুরের স্থানীয় এক চিকিৎসক কে দেখানোর পরে তিনি বেশ কিছু পরীক্ষা দেয় পেটের। সেই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণে কলকাতার একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে পুনরায় তারা চিকিৎসা করায়। সেই হাসপাতাল থেকেও পুনরায় সহদেব বাবুর ছেলের একাধিক শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সেই পরীক্ষাতেও একই রিপোর্ট আসে যে তার ছেলের লিভারের জমছে বিষাক্ত কপার। যা অন্যদের ক্ষেত্রে মূত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষতিকারক এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থের মতোন বেরিয়ে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই তার লিভারে কপার জমে নষ্ট

হওয়ার মুখে। ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলা হয় সিরোসিস অফ লিভার। এরপর তারা বিন্দুমাত্র দেরি না করে সোজা চলে যায় হায়দ্রাবাদের নাম করা একটি হাসপাতালে। সেখানেও সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে কলকাতার রিপোর্টের সঙ্গে সমস্ত রিপোর্টই মিলে যাচ্ছে।। সেখানকার চিকিৎসকেরা জানান তার ছেলের লিভারটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে এর একমাত্র পথ লিভার ট্রান্সপ্লান্ট, তবে তার জন্য খরচ হবে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা। এরপরেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে সহদেব হালদার ও তার স্ত্রীর। এই মুহূর্তে তাদের অত টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয় বলে সাময়িকভাবে সেখান থেকে ওষুধ নিয়ে পুনরায় ফিরে এসেছেন শান্তিপুরের বাড়িতে। সহদেব বাবু জানান, ইতিমধ্যেই চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে পেশায় ভুসিমাল সামগ্রী বিক্রি করা ওই ব্যক্তি গচ্ছিত এবং ধার নিয়ে বিগত ছয় মাসে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার মত খরচ হয়ে গিয়েছে। তবে ছেলের এই অসুখের পরে তাকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে করতেই ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন বর্তমানে বেকার সহদেব হালদার। আত্মীয়-স্বজনেরাও ক্রমশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। লকডাউনের সময় প্রায় লক্ষাধিক টাকা খরচ করে দুঃস্থ মানুষদের জন্য চাল, ডাল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে দিয়েছিলেন সহদেব বাবু নিজে। তবে আজ এই বিপদের দিনে তার পাশে খুব বেশি মানুষকে পাচ্ছেন না বলেই জানান। তবে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ ছেলের বিদ্যালয় সহ সকলের দ্বারে দ্বারে পৌঁছবেন ছেলের প্রাণ ভিক্ষার জন্য। সহদেব বাবুর স্ত্রী জানান, আমরা ইতিমধ্যেই বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন আমাদের পাশে থাকার। এলাকার বিধায়ক সাংসদের কাছেও সাহায্যের জন্য যাবেন বলেই জানিয়েছে সহদেব বাবু। প্রয়োজনে ভিটে বিক্রি করে হলেও ছেলে চিকিৎসা করাবেন বাবা।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩১.০৭.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ৩১.০৭.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৯,৪৫,০০৬.০০ টাকা (উনিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয় টাকা)** ০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাসোয়ান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা ব্রহ্মদেও পাসোয়ান **ঠিকানা** - ৮২/১ বিএসএনএল স্টাফ কোয়ার্টার, বালিগঞ্জ প্লেস, রুম নং বি৬০১, কলকাতা - ৭০০০১৯ **এবং** কোয়ার্টার নং ই৫, টাইপ - ৩, বিএসএনএল কলোনি, সিদগোরা, সিদগোরা থানার নিকট, পূর্ব সিংভূম, শহর জামশেদপুর, পিন - ৮৩১০০৯, **এবং** ২০১, ৩য় তল, গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট, মনোহরপুর, ওয়ার্ড নং ৯, ডানকুনি পুরসভা, ডানকুনি, পো. এবং থানা - ডানকুনি, জেলা - হুগলি-৭১২৩১১, **এবং** হরদিমো, খায়রা, জামুই, খায়রা, বিহার-৮১১৩১৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২০১, তিনতলায় "গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট" ভবনে, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৬৫০-এবং ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অর্থাৎ মোট এরিয়া ৭৮০ বর্গফুট মার্বেল মেঝে সমন্বিত ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা, 'এ' তপশিল অন্তর্ভুক্ত। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত জমির পরিমাণ এরিয়া ১০.৭৪ ডেসিমেল কমবেশি সমপরিমাণ ০৬ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি জি-৫ তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা : মনোহরপুর, জেএল নং ৯৮, আরএস দাগ নং ১৭০৩ এবং ১৭৫৯, আরএস খতিয়ান নং ২১৬, এলআর দাগ নং ২৩৯৪ এবং ২৩৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৮২, ৮৭৭৭ এবং ৮০৬/২, স্থানীয় ডানকুনি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৯ অধীন, থানা : ডানকুনি, পিন : ৭১২৩১১ এডিএসআর জনাই অধিক্ষেত্রে, জেলা : হুগলি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যাবতীয় সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট জমির। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৮-২০২১, পৃষ্ঠা ২০৪২৪৪ থেকে ২০৪২৮৭, দলিল নং ০৬০৮০৮২৮৭ -২০২১ সালের।
সম্পত্তি শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাশোয়ান পিতা ব্রহ্মদেও পাশোয়ান এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ২০২, পূর্বে : সিঁড়ি এবং লিফট, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
সংরক্ষিত মূল্য : ২১,১০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ২,১১,০০০.০০ টাকা, বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৪.০৭.২০২৪
SARB FILE NO. 19599/HKT, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

দ্রষ্টব্য- আমরা এতদ্বারা সূচিত করছি যে ০৩.০৭.২০২৪ তারিখের আমাদের পূর্বের নিলাম বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হয়েছে।

তারিখ : ১৫.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইসলামপুর লাইন হোটেল গুলিকাণ্ডের ২৪ ঘণ্টা কাটলেও অধরা অভিযুক্তরা!

সিসি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতী শনাক্তকরণের চেষ্টা করছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: শনিবার রাতে ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে একটি লাইন হোটেলে দুষ্কৃতীদের গুলিতে এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতার খুনের ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও পুলিশ কার্যত অন্ধকারে। এই হামলা ও গুলি চালানোর মোটিভ এবং কারা এর সঙ্গে যুক্ত তা নিয়ে পুলিশ কোনো কিছু জানায়নি। ঘটনার পরই পুলিশ এসে গোটা এলাকা তদন্তের স্বার্থে ঘিরে রেখেছে। বসেছে পুলিশ পাহারা। লাইন হোটেলের সিসিটিভির ফুটেজ পুলিশ নিয়ে গিয়েছে। ফুটেজ দেখে হামলাকারীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। শনিবার গভীর রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ কুমার যাদব। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে ষড়যন্ত্র করে খুন করার অভিযোগ তোলার পাশাপাশি সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

শনিবার রাতে শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে একটি লাইন হোটেলে শাসক দলের কয়েকজন নেতার উপস্থিতিতে বৈঠক চলাকালীন কয়েকজন দুষ্কৃতী সশস্ত্র অবস্থায় হামলা চালায়। তাদের এলোপাথাড়ি ছোঁড়া গুলিতে বাপি রায় নামে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার মৃত্যু হয়। মহম্মদ সাজ্জাদ নামে আরেক নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। উত্তরবঙ্গের আইজি সহ জেলার আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু করে। রীতিমতো ছক কষেই এই হামলা চালানো হয়েছে। ওই হোটেলে মাঝেমধ্যেই এই ধরনের বৈঠক বসত। এদিনও তাদের ফলো করা হয়েছে। কারণ বৈঠক শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই এই হামলা চালানো হয়েছে। হোটেলের সামনের চত্বরে বেশ কয়েকটি সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে। পরিচয় আড়াল করতেই হামলাকারীরা গাড়ি হোটেল থেকে বেশ কিছুটা দূরে রাখে। প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানা গিয়েছে, হামলাকারীরা কেউই মুখ ঢেকে আসেনি। হামলার শুরুতেই শূন্যে ২ রাউন্ড গুলি চালিয়ে রাস্তা ফাঁকা করে। ওই বৈঠক কোথায় হচ্ছিল আততায়ীরা আগে থেকেই জানত। তারা পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে বাপিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ, তারা বাপিকেই খুন করতে এসেছিল।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রায়গঞ্জ শহরের এক ব্যবসায়ী (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) জানিয়েছেন, আমি মা'কে ডাক্তার দেখিয়ে শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি করে ফিরছিলাম। ফেরার পথে বেশিরভাগ সময়ই আমি শ্রীকৃষ্ণপুরের এই লাইন হোটেলে চা খেতে দাঁড়াই। এদিনও রাত সাড়ে ৮ টা নাগাদ আমি শিলিগুড়ি থেকে ফেরার পথে দাঁড়াই এবং বাথরুমে যাই। এরপরই বাইরে পটকা ফাটার মতো আওয়াজ পাই। বাথরুমের দরজার কাছে আসতেই বেশ কয়েক রাউন্ড গুলির আওয়াজ পাই। আমি দৌড়ে আবার ঢুকে গিয়ে দরজা লক করে দিই। ২ মিনিট পর টয়লেটের দড়জা বাইরে থেকে কেউ ধাক্কা দিয়ে খুলতে বলে। আমি ভয়ে প্রথমে খুলিনি। কিন্তু দড়জার ওপারের লোকটি তাকে বাঁচানোর জন্য কাতর আবেদন করতে থাকে। আমি সাহস করে দড়জা খুলতেই এক ব্যক্তি ভেতরে ঢুকে আবার দড়জা বন্ধ করে দেয়। তার কাছেই জানতে পারি, ওই ব্যক্তি কয়েকজনের সঙ্গে এই হোটেলে মিটিং করতে এসেছিল। হঠাৎ করেই কয়েকজন যুবক এসে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। তাদের হামলার থেকে সে কোনোরকমে পালিয়ে বাথরুমে আশ্রয় নেয়। গুলিতে নিহত বাপি রায়ের স্ত্রী ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য (তৃণমূল কংগ্রেস) লিপি রায় জানিয়েছেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টা নাগাদ সাজ্জাদ ফোন করে আমার স্বামীকে ওই লাইন হোটেলে ডাকে কোনো মিটিংয়ের জন্য। ওই হোটেলে তারা প্রায়ই মিটিং করত। আমার সন্দেহ ষড়যন্ত্র করেই আমার স্বামীকে খুন করা হয়েছে। আমি এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি করছি। ওই হামলায় গুলিতে আহত রামগঞ্জ - ২ পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী মহম্মদ সাজ্জাদ জানিয়েছেন, পঞ্চায়েতের কতোগুলি ঠিকাদারি কাজ বরাদ্দ করার ব্যাপারে আমরা মিটিংয়ে বসেছিলাম ওই হোটেলে। সেইসময় কয়েকজন এসে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। বাপি গুলি লেগে পড়ে যায়। আমি পালাতে গেলে আমাকে লক্ষ্য করে পেছন থেকে গুলি চালানো হয়।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস জানিয়েছেন, পুলিশ দ্রুত অ্যাকশন নিয়েছে। তদন্ত শুরু করেছি। এই হামলাকারীদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী বিহার রাজ্যের ক্রিমিনালদের কোনো যোগাযোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান করল আড়াইশো পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি সভায় বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান করল আড়াইশো পরিবার। আর কয়েকটা দিন পরই একুশে জুলাই এর দিন তৃণমূলের শহিদ দিবস অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার ধর্মতলায়। বিভিন্ন এলাকায় একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি বৈঠক করা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এদিন সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের খণ্ডঘোষ বিধায়ক কার্যালয়ে একুশে জুলাই প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের সভায় খণ্ডঘোষের শাখারী এক নম্বর অঞ্চলের আড়াইশো পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করে বলে জানিয়েছেন, বিধানসভার বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ। এদিন বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ তৃণমূলে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। খণ্ডঘোষের শাঁখারী এক নম্বর অঞ্চলের ১৫১ নম্বর বুথের বিজেপির সভাপতি বুদ্ধদেব সরকার জানিয়েছেন, তৃণমূলের উন্নয়ন দেখেই বিজেপি থেকে তৃণমূলে তারা আড়াইশো পরিবার যোগদান করেন।

বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ জানিয়েছেন, শাঁখারী এক নম্বর অঞ্চলের দলীয় নেতৃত্বদের নিয়ে একটি সভা ডাকা হয়েছিল। এই সভা মূলত একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি সভা এবং গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কেও পর্যালোচনা করা হয়। যোগদানকারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিজেপির পদাধিকারী ব্যক্তি। যেমন, বিজেপির বুথ সভাপতি, কিষান মোর্চার দায়িত্বশীল, মণ্ডল সভাপতি, যুব মোর্চার সভাপতি সহ অন্যান্য বিজেপির দায়িত্বশীল রা।

বিধায়ক আরো জানান শাখারী এক নম্বর অঞ্চল থেকে এই আড়াইশটি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করার জন্য তাদের কাছে আবেদন জানান। সেই আবেদন অনুমোদনের জন্য আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের নিয়ম অনুযায়ী জেলা নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হয় এবং জেলা নেতৃত্ব অনুমোদন করার পরই এদিন এই যোগদান কর্মসূচি করা হয়। অন্যদিকে একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল মেমারি তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে। সেই প্রস্তুতি বৈঠকেই দলবদলের ঘটনা ঘটে। সিপিআইএম এর নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যা যোগ দিলেন তৃণমূলে। নবাগতদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন মেমারি ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। মেমারি ১ নম্বর ব্লকের গোপগন্তার ১ নম্বর পঞ্চায়েতের ২ নম্বর সংসদের ৮৬ নম্বর বুথের সিপিআইএম এর প্রতীকে জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যা প্রিয়াঙ্কা রায় দলবদল করেন এদিন।

বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলিতে উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ লোকসভায় বিজেপির ভরাডুবি হওয়ার পর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। এবার আরামবাগ মহকুমায় বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলিতে উন্নয়নের কাজ কি রকম হচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে পঞ্চায়েতে গিয়ে বৈঠক বিধায়কদের। পুরশুড়া বিধানসভার বিধায়ক বিমান ঘোষ তার বিধানসভা এলাকার বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতে বৈঠক করেন। মূলত এলাকার মানুষ সঠিক ভাবে সরকারি পরিষেবা পাচ্ছে কিনা এবং বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা এলাকার মানুষের পাশে আছে কিনা সেই বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। বিজেপি নেতৃত্বের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলিতে শাসক দলের মদতে ব্লক প্রশাসন সহযোগিতা না করায় এলাকার মানুষ সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ব্লক প্রশাসন সহযোগিতা না করায় বহু কাজ বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলিতে হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যদি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসক দল থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। তাদের দাবি, উন্নয়নের প্রশ্নে রাজনৈতিক রং দেখা হয় না। বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই অভিযোগ করছে। তবে

বিধায়ক বিমান ঘোষ ইতিমধ্যেই পুরশুড়া বিধানসভার অন্তর্গত রামমোহন এক (বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত) পঞ্চায়েতের প্রধান সহ বাকি বিজেপি সদস্যদের নিয়ে এলাকার উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক করেন। এই বৈঠক হয় রামমোহন এক পঞ্চায়েত অফিসে। এই অঞ্চলের মানুষকে সব রকম পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে তিনি বার্তা দেন। ২০২৬ সালে রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভা আসন ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও লোকসভা ভোটে বিজেপি হেরে যাওয়ার পর অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়েছে বিজেপির মধ্যে। তা সত্ত্বেও জনসংযোগ বাড়াতে বদ্ধপরিকর বিমান ঘোষ।

মালদায় কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির বোঝাপড়া রয়েছে : ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা ভোটের গণনা কেন্দ্রে উত্তর মালদার কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলমের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুর চোখ মারামারি চলেছে। দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়া রয়েছে। এই ধরনের বোঝাপড়ার রাজনীতিতে আমাদের নেত্রী নেই। লড়াই মানেই লড়াই, এখানে কুস্তি আর দিল্লিতে দোস্তি এইসব চলবে না। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের মালদায় ফল খারাপ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু দলীয় কর্মীদের বলছি কেউ একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করবেন না। রবিবার একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা করতে এসেই এমনটাই মন্তব্য করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিন দুপুরে গাজোল ব্লকের শিউচাঁদ পরমেশ্বরী বিদ্যামন্দির সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল নেতা, কর্মীদের উপস্থিতিতেই একুশে জুলাই- এর প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিকেলে ইংরেজবাজার ব্লকের সুস্থানি মোড় এলাকার একটি বেসরকারি হোটেল প্রাঙ্গণে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় অংশ নেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। দুটি সভাতেই ফিরহাদ হাকিম ছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আরও দুই মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তাজমুল হোসেন, তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষ, সমর মুখার্জি সহ অন্যান্যরা।

এদিন গাজোলের একুশে জুলাই-এর প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, মালদায় কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির বোঝাপড়ার রাজনীতি সবাই দেখেছে। দুর্ভাগ্য ভাবে মালদায় তৃণমূলের দুটি লোকসভা আসনের ফল খারাপ হয়েছে। তবে এখানে হতাশ হলে চলবে না। কেউ একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপের আঙুল তুলবেন না। বরঞ্চ কোথায় গাফিলতি ছিল, কেন এই ফল হল তা বিশ্লেষণ করুন। দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, নিজেরা একটি করে ডাইরি সংগ্রহ করুন। দলের জন্য প্রতিদিন চার ঘণ্টা সময় দিন। আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজনীতি করার সুবাদে বহুবার লড়াই আন্দোলন করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। মনে রাখতে হবে আমাদের লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে। তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রমাণ করে দিয়েছেন বাংলায় বিজেপির কোনও স্থান নেই। লোকসভা নির্বাচনে মালদায় ফল খারাপ হয়েছে। কিন্তু এবারে মালদার বারোটা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলকে জয়ী করে বিজেপিকে দেখিয়ে দিতে হবে

গাজোলের সভায় দাঁড়িয়ে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির আন্দোলনের জেরে আজকে সিপিএম বঙ্গোপসাগরে তলিয়ে গিয়েছে। এবার বিজেপির বঙ্গোপসাগরে তলিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে, তা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বুঝিয়ে দেবে সাধারণ মানুষ। এদিন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে মিডিয়ার সামনে যত চেঁচামেচি উনি করেছিলেন, ফলাফল ঘোষণার পর আর উনাকে দেখা যাচ্ছে না। গলার সুর নরম হয়ে গিয়েছে। আসলে এরাজ্য থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময় চলে এসেছে, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার কর্মী সংগঠনের সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার সেমিনার কক্ষে। রবিবার সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী এই বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করে বলেন, সারা জেলায় সমস্ত গ্রন্থাগার পরিষেবা আরও উন্নত করা হবে। বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ কুমার মণ্ডল বলেন, সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলার ১২৩টি গ্রন্থাগারের মধ্যে বন্ধ থাকা ২২টি গ্রন্থাগারকে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

পথশ্রী নিয়ে ক্ষোভ খোদ পঞ্চায়েত প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: জেলা পরিষদের কাজের মান ততটা ভালো নয়, যতটা পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির কাজের মান ভালো- এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের। জানা গিয়েছে, হাওড়ার শ্যামপুর ২ নম্বর ব্লকের বাছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি জায়গায় জেলা পরিষদ পথশ্রী প্রকল্পের কাজ করছে। কিন্তু এই কাজের মান নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা কিংবা বিরোধীরা নয়, পঞ্চায়েত প্রধানের এহেন মন্তব্যে অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামসুন্দর মেটিয়া জেলা পরিষদের কাজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, 'জেলা পরিষদের কাজের মান পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির কাজের মানের চেয়ে খারাপ। আর এই তুল্য মূল্য আলোচনা এলাকায় ঘুরলেই দেখা যাবে।' উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের মান খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক। উল্লেখ্য, এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ওসমানপুরে একটি পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এই রাস্তায় কাজের মান অত্যন্ত নিম্নমানের এমনটাই অভিযোগ করে আসছিল গ্রামবাসীরা। এবার সেই সুরে সুর মিলিয়ে খোদ পঞ্চায়েত প্রধানই ক্ষোপ প্রকাশ করেছেন রাস্তার মান নিয়ে। বিষয়টি নিয়ে হাওড়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য জানান, 'উনি ওনার দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি বলতে পারেন। তবে এ বিষয়ে স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্যের সঙ্গে কথা বলে মন্তব্য করব।'

অন্ডালের দামোদরে তলিয়ে যাওয়া তিন যুবতীর মধ্যে ১ জন এখনও নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: শনিবার বেলা এগারোটা নাগাদ অন্ডালের দামোদর নদীর ধারে ভিডিও রিলস বানাতে গিয়ে দামোদরের জলে তলিয়ে যায় তিন যুবতী। স্থানীয় এক সাহসী যুবক ঘটনাস্থল থেকেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে উদ্ধার করে দু'জনকে। তার মধ্যে বিউটি পাশয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার হয়, জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় প্রিয়াঙ্কা প্রসাদকে, তবে উদ্ধার করা যায়নি জ্যোতি প্রসাদকে। দামোদরে চলছে

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের তল্লাশি অভিযান। তবে ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও এখনো নিখোঁজ জ্যোতিপ্রসাদ। রবিবারও জোর কদমে চলছে দামোদরের জলের তল্লাশি অভিযান। এদিন প্রত্যক্ষদর্শী অনাথ বাউড়ি জানান, এই ঘটনায় তিনি আজও শিহরিত। অন্ডালের দামোদরের যে ঘাটে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল তার সামনের একটা ঘাটেই তিনি স্নান করছিলেন। কয়েকজন বাচ্চা মেয়ের চিৎকার শুনে তিনি ঘাটে এসে দেখেন। দামোদরের জলে তলিয়ে যাচ্ছে কয়েকটা মেয়ে। কোনও কিছুই না ভেবেই জলে ঝাঁপ দিয়ে তিনি উদ্ধার করেন একের পর এক দু'জনকে। একজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় অন্য আরেকজনকে উদ্ধার করার পর হাসপাতালে পাঠালে সেখানে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জ্যোতি প্রসাদ, প্রিয়াঙ্কা প্রসাদ ও বিউটি পাশওয়ান দামোদরের জলে তলিয়ে যায়। তবে এখনও পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি জ্যোতি প্রসাদের, তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের দল।

শহিদ দিবসের সমর্থনে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আগামী ২১ জুলাই কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবস অনুষ্ঠিত হবে। সেই শহিদ দিবসের সমর্থনে রবিবার বিকালে কাঁকসার হাটতলা থেকে মিছিল করল তৃণমূল কর্মীরা। এদিন মিছিল কাঁকসা হাটতলা থেকে শুরু করে মিছিল শেষ হয় পানাগড়ের সবজি বাজারের সামনে। এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ও সমবায় দপ্তর তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত সহ অন্যান্যরা।

পাশাপাশি এদিন ২১ জুলাইয়ের সমর্থনে কাঁকসা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কাঁকসার এল অ্যান্ড টি মোড় থেকে কাঁকসার বাঁশকোপা মোড় পর্যন্ত মিছিল করে কর্মী সমর্থকরা। রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ এল অ্যান্ড টি মোড় থেকে মিছিল শুরু করে জাতীয় সড়ক ধরে এসে মিছিল শেষ হয় কাঁকসার বাঁশকোপা মোড়ের কাছে। মিছিলে এদিন উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি চন্দন রায়, তৃণমূল নেতা দীপঙ্কর লাহা সহ বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগী। ঘটনায় বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলেই অভিযোগ। অবশেষে এদিন বালুরঘাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা। অন্যদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বালুরঘাট থানার আইসির নেতৃত্বে প্রচুর পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স। জানা গিয়েছে, গত ৫ জুলাই রাতে পতিরাম এলাকার বাসিন্দা সুনীল ওঁরাওকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসার জন্য। অভিযোগ পরের দিন অর্থাৎ ৬ জুলাই রাত থেকে সুনীল ওঁরাও নিখোঁজ হয়ে যায়। সকালে রোগীর পরিবার এসে খোঁজখবর নিলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁর কোনো খোঁজ দিতে পারে না। পরবর্তীতে রোগীর পরিবারের তরফে বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশিতে নামে পুলিশ। তবে নিখোঁজ ওই ব্যক্তির এখনও কোনও খোঁজ মেলেনি। দীর্ঘ আট দিন কোনও খোঁজ না পেয়ে এদিন দুপুরে রোগীর পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশীরা বালুরঘাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। পাশাপাশি আন্দোলনকারীদের তরফে হাসপাতাল চত্বরে ভাঙচুর চালানো হয় বলেও অভিযোগ। চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজন রোগী কিভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

এ বিষয়ে নিখোঁজ সুনীল ওঁরাও এর স্ত্রী জানান, 'আমার স্বামী শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে গত শুক্রবার ভর্তি হয়েছিল হাসপাতালে। শনিবার সারাদিন ছিল। রাতে হাতের চ্যানেল লাগানো অবস্থায় কোথাও বেরিয়ে চলে যায়। রবিবার থেকে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমরা সকালে যখন খাবার নিয়ে আসি তখন কর্তব্যরত নার্সের কাছে রোগী কেমন আছে সে বিষয়ে জানতে চাই। কর্তব্যরত নার্স আমাদের জানায় সকালে রোগীকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা রোগীর বেডে গিয়ে দেখি আমাদের রোগী নেই। সেই বেডে অন্য রোগী রয়েছে। পরে আমরা জানতে পারি রাতেই আমার স্বামী চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। হাসপাতালে সিকিউরিটি ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একজন রোগী বেরিয়ে যেতে পারে তা নিয়েই আমরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছি। অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা।

৩৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩৫ কেজি বেআইনি গাঁজা সহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করল পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। রবিবার ভোরে পুরাতন মালদার নলডুবি এলাকার ৩৪ নম্বর বাইপাস রোড থেকে দুই মাদককারবারি সহ একটি চার চাকার গাড়ির আটক করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া বেআইনি গাঁজার মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিন ধৃতদের মলদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম নির্মল হালদার এবং রাহুল মণ্ডল। ধৃত প্রথমজনের বাড়ি ইংরেজবাজার থানার ঝলঝলিয়া এলাকায়। অপরজনের বাড়ি বর্ধমান জেলায়। এদিন অভিযুক্তরা একটি গাড়িতে করেই ওই গাঁজাগুলি বাইরে কোথাও পাচার করার পরিকল্পনা করেছিল। গোপন সূত্রে এই খবর জানতে পেরেই পুরাতন মালদার বাইপাস রোডেই পুলিশ অভিযান চালায়। এরপর একটি চারচাকার গাড়ি ধাওয়া করেই পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করে। সেই গাড়ি থেকেই বিপুল পরিমাণ বেআইনি গাঁজা উদ্ধার হয়।

দামোদর নদ থেকে বালি চুরি অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রশাসনের নির্দেশে বর্ষার মরশুমে বালি উত্তোলন বন্ধ থাকলেও বালি মাফিয়াদের একাংশ রাতের অন্ধকারে দামোদর নদ থেকে বালি চুরি অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগ। বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষজন বারবার অভিযোগ করে প্রশাসনের কাছে। বারবার অভিযোগ আসায় এবার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। শনিবার রাতে অভিযান চালিয়ে মোট ১৭টি বালি বোঝাই ট্রাক আটক করা হয়। পাশাপাশি ১৭ জন চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার ধৃতদের পেশ করা হয় বর্ধমান আদালতে। জানা গিয়েছে বর্ধমান বাঁকুড়া রাস্তার দইচাঁদা মোড় থেকে ন'টি বালি বোঝাই ট্রাক এবং বর্ধমান আরামবাগ রাস্তায় সগরাই মোড় থেকে আটটি বালি বোঝাই ট্রাককে আটক করেছে পুলিশ। চালকদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগামী দিনে ধারাবাহিকভাবে এই নজরদারি থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ আধিকারিকরা।

হুগলির জিরাটের খাল থেকে উদ্ধার মুণ্ডহীন দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্মশানের পিছনে খাল। সেখান থেকে ভেসে আসছিল দুর্গন্ধ। যত দিন এগোচ্ছে গন্ধ প্রকট হচ্ছিল। গন্ধের উৎস সন্ধানেই খোঁজ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হুগলির জিরাটের খালে ভেসে উঠেছে মুণ্ডহীন দেহ। জিরাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাটতলায় শ্মশানের পিছনে নদীর খাড়িতে শুক্র-শনিবার থেকে দুর্গন্ধ পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশকে জানানো হয়। বলাগড় থানার পুলিশ গিয়ে কিছু উদ্ধার করতে পারেনি অন্ধকার নেমে আসায়। রবিবার বেলায় দেখতে পাওয়া যায় মৃতদেহ ভাসছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দেহটি খালে ভেসে এসে কচুরিপানায় আটকে ছিল। পুলিশ এসে মৃতদেহটিকে কচুরিপানা সরিয়ে উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে। দেহে পচন ধরেছে। দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। মাথা নেই, হাতের চুরি দেখে অনুমান একজন মহিলার মৃতদেহ। পুলিশ বিভিন্ন থানায় খোঁজ নিচ্ছে নিখোঁজ ডায়েরি ছিল কিনা।

ডাকাতির আগেই গ্রেপ্তার ৫ ডাকাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: এবার রানিগঞ্জে দুই পৃথক ডাকাতির ঘটনায় পাঁচ দুষ্কৃতীকে অতর্কিতে হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। দুই পৃথক স্থান থেকে অন্য কোথাও দুষ্কৃতীমূলক ঘটনা সংঘটিত করার আগেই, তাদের ধরে ফেলল পুলিশ। দুষ্কৃতী দলের তিন দুষ্কৃতী যারা এর পূর্বে ১৭ জুন ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত ছিল সেই ডাকাতির ঘটনার পর অন্য দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা হলেও এই তিন দুষ্কৃতী গা ঢাকা দেয়। তাদেরকে রবিবার রাত একটা নাগাদ, রানিগঞ্জের মহাবীর কোলিয়ারি ফুটবল ময়দানে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার আগেই ধরে ফেলে পুলিশ।

ধৃতরা হল বছর তেত্রিশের রানিগঞ্জের রাজার বাঁধ ইমামবাড়া এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ ফইম, ওই একই এলাকারই বাসিন্দা বছর আঠাশের মোহাম্মদ মহসিম, ও বছর কুড়ির রনায় ঈদগাহ মহল্লার কলিম শাহকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পৃথক দুটি জায়গা থেকে পুলিশ অতর্কিত হানা দিয়ে পাঁচজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। প্রথমে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয় রানিগঞ্জের মহাবীর কোলিয়ারি এলাকা থেকে। এরপর পুলিশের দল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আরও এক জায়গায় হানা দিয়ে আরো দুই ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। রানিগঞ্জের নন্দলাল জালান স্কুলের পাশের

জঙ্গল থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এখানে ধৃতরা হল, বছর ত্রিশের রানিগঞ্জের রনায় নতুন মসজিদ এলাকার বাসিন্দা জয়নুল খান, ও বছর ৩৬ এর কুরেশি আমন মহল্লার মাজার শরিফের বাসিন্দা এহেসান কুরেশি ওরফে নুরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা গেছে, উভয় ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীরা পূর্বে ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। রানিগঞ্জ থানার পুলিশ ধৃত ডাকাত দলকে রবিবার আসানসোল জেলা আদালতে হাজির করলে বিচারক ধৃতদের জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

পারিবারিক কলহে সন্তানদের নিয়ে কুয়োয় ঝাঁপ বধূর, মৃত ৪

ভোপাল, ১৪ জুলাই: স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া-অশান্তি গায়ে হাত তোলায় অপমান-অভিমানে চার সন্তানকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কুয়োয় ঝাঁপ দেন এক মহিলা। প্রতিবেশীরা দৌড়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও, বাঁচানো যায়নি বাকিদের। চার খুদেই কুয়োর জলে ডুবে মারা যায়। রবিবার এমনই এক ঘটনার সাক্ষী রইল মধ্যপ্রদেশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, সুগনা বাঈ নামে বছর চল্লিশের এক মহিলাকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। কিন্তু তাঁর চার সন্তানেরই জলে ডুবে মৃত্যু হয়। ১১ বছরের অরবিন্দ, ন' বছরের অনুষা, ছ' বছরের বিট্টু এবং তিন বছরের কার্তিকের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, সুগনার সঙ্গে তাঁর স্বামী রোদু সিংয়ের অশান্তি হয়েছিল স্ত্রীকে মারধরও করেন তাঁর স্বামী রোদু। তার পরেই চার সন্তানকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। সেখানে রাত কাটানোর পর রবিবার সকাল ৬টা নাগাদ সন্তানদের নিয়ে কুয়োয় ঝাঁপ দেন ৪০ বছর বয়সি ওই মহিলা।

সংবাদমাধ্যমকে পুলিশ জানিয়েছে, চার নাবালকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। এর পিছনে আরও কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা নিয়ে খোজখবর শুরু করেছেন তদন্তকারীরা।

এবার বিজেপিতে যোগ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির

ভোপাল, ১৪ জুলাই: অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিজেপিতে যোগদানের ঘটনার পুনরাবৃত্তি মধ্যপ্রদেশে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির ধাঁচেই এবার বিজেপিতে যোগ দিলেন মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রোহিত আর্য। অবসর নেওয়ার তিন মাসের মধ্যে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিলেন। উল্লেখ্য, কমেডিয়ান মুনাওয়ার ফারুকিকে জামিন না দেওয়ার জন্য বেশ চর্চায় উঠে এসেছিলেন তিনি।

শনিবার ভোপালে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি। ২০১৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন তিনি। স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে তাঁর যাত্রা শুরু হয় ২০১৫ সালের ২৬ মার্চ থেকে। এই আদালতের বিচারপতি থাকাকালীন তাঁর দু'টি রায় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ২০২১ সালে মুনাওয়ার ফারুকি এবং নলীন যাদবকে জামিন দিতে অস্বীকার করেন রোহিত। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল দুই কমেডিয়ানের বিরুদ্ধে। পরে অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে জামিন পান তাঁরা। এছাড়াও ২০২০ সালে শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে জামিন দিয়েছিলেন রোহিত আর্য। সেই রায়ও পরে বাতিল হয়ে যায় শীর্ষ আদালতে।

গোটা ঘটনায় ওয়াকিবহাল মহলের অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাই বারবার স্মরণে আসছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর রায় নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। বেশ কয়েকটি রায় বাতিলও করে সুপ্রিম কোর্ট। শেষ পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনের আগে আচমকাই কলকাতা হাই কোর্ট থেকে পদত্যাগ করেন বিতর্কিত বিচারপতি। যোগ দেন বিজেপিতে। গেরুয়া শিবিরের টিকিটে জিতে তমলুক থেকে সাংসদও হয়েছেন। রোহিত আর্যর সঙ্গেও বর্তমান বিজেপি সাংসদের মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেকেই। তবে কি আগামী দিনে বিজেপির টিকিটে নির্বাচনী ময়দানে দেখা যাবে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিকে? জোর জল্পনা শুরু।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

OFFICE OF THE
KASHIPUR GRAM PANCHAYAT
Kashipur: Rejinagar : Murshidabad
TENDER NOTICE
Percentage rate Tender invited vide **Niet No. 02/2024-25** with vide **Memo No. 458/15th F.C/KGP/24-25, Dated: 13/07/2024** by The Pradhan, Kashipur Gram Panchayet. Last Date of Application **23/07/2024 at upto 6.00 PM.** Interested contractors may visit Notice Board of Kashipur Gram Panchayet under Beldanga-II Dev Block. Murshidabad.
Sd/- Prodhan
Kashipur Gram Panchayat
Beldanga-II, Murshidabad

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING QUATATION NO.-
N.I.Q NO- 01/SDO/BISD/2024-25
Sealed quotations are hereby invited in prescribed form by the Undersigned on behalf of Governor from the eligible bonafide, resourceful and dependable persons/ Agencies for "Carrying out Bank to Bank cross sections & long sections survey work of off shoot channels of River Ganga/Padma for a approx. length of 2.20 KM consisting of survey & preparation of maps, plan, cross section & long section in requisite scales to supply them in both soft and hard copies alongwith BM carry & connection at different point in the District- Murshidabad under Berhampore Irrigation Division, Berhampore, Murshidabad". Last date of receiving application **23.07.2024** kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to **16.00hrs**
Sd/-
Sub- Divisional Officer Berhampore
Irrigation Sub-Division Berhampore, Murshidabad

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING QUATATION NO.-
N.I.Q NO-02/SDO/BISD/2024-25
Sealed quotations are hereby invited in prescribed form by the Undersigned on behalf of Governor from the eligible bonafide, resourceful and dependable persons/ Agencies for "Carrying out Bank to Bank cross sections & long sections survey work of erstwhile dried offshoot channels of River Ganga/ Padma for a approx. length of 2.30 KM consisting of survey & preparation of maps, plan, cross section & long section in requisite scales to supply them in both soft and hard copies alongwith BM carry & connection at different point in the District- Murshidabad under Berhampore Irrigation Division, Berhampore, Murshidabad". Last date of receiving application **23.07.2024** kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to **16.00hrs**
Sd/- Sub-Divisional Officer Berhampore
Irrigation Sub-Division Berhampore, Murshidabad

বিএসপি নেতা আর্মস্ট্রংকে খুনে অন্যতম অভিযুক্ত মৃত

চেন্নাই, ১৪ জুলাই: তামিলনাড়ুর বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) দলের রাজ্য সভাপতি কে আর্মস্ট্রংকে খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত থিরুভেঙ্গদাম শনিবার সন্ধ্যায় এনকাউন্টারে মারা যায়। এমনটাই খবর পুলিশ সূত্রে। পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীরা আর্মস্ট্রংকে মারার জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল, সেখানে অভিযুক্ত থিরুভেঙ্গদামকে নিয়ে যাওয়া হলে হঠাৎ একটি বন্দুক হাতিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করে সে। পুলিশের পালটা গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় সে। শনিবার সন্ধ্যায় চেন্নাইয়ের মাধভরমের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। গত ৬ জুলাই বিএসপি প্রধানকে খুনের ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আট সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্তরা হল পোন্নাই বালা, রামু, থিরুভেঙ্গদাম, সেলভারাজ, মনিভান্নান, সন্তোষ এবং আরুল। পরে আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তের জন্য প্রথমে ১০ জনের একটি বিশেষ দলও গঠন করা হয়েছিল। খুনের বেশ কিছু দিন আগে থেকেই আর্মস্ট্রংকে থিরুভেঙ্গদাম ও অন্য অভিযুক্তরানজরে রেখেছিল বলে অনুমান পুলিশের। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, খুনের দিন খাবার ডেলিভারি কর্মী সেজে আর্মস্ট্রংয়ের বাড়ির সামনে গিয়েছিল দুষ্কৃতীরা।

ট্রাম্প হামলার পরই প্রাণহানির আশঙ্কা প্রকাশ করলেন টেসলা কর্তা এলন মাস্ক!

টেক্সাস, ১৪ জুলাই: প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর হামলার মাঝেই এবার বিস্ফোরক ধনকুবের এলন মাস্ক। টেসলা কর্তার দাবি, গত ৮ মাসে তাঁর উপর ২ বার প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা হয়েছে। ধনকুবেরের এহেন দাবির পর স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক চরম আকার নিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে আমেরিকার মাটিতে ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা নিয়ে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর প্রাণঘাতী হামলার পরই মাস্ককে উদ্দেশ্য করে এক এক্স ব্যবহারকারী জানান, 'আপনি আপনার নিরাপত্তা ৩ গুণ বাড়িয়ে নিন। যদি ওরা ট্রাম্পের উপর হামলা করতে পারে তাহলে আপনার উপরও হামলা করতে পারে ওরা।' কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই শুভানুধ্যায়ীর বার্তার জবাব দিয়ে কার্যত বিস্ফোরক দাবি করেন এলন মাস্ক। তিনি লেখেন, 'আগামী দিন অত্যন্ত বিপজ্জনক। গত ৮ মাসে ২ বার আমার উপর প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা করেছে ২ জন। তাঁদের টেসলার সদর দপ্তর থেকে মাত্র ২০ মিনিটের দূরত্বে বন্দুক সহ গ্রেপ্তার করা হয়।' এক্স কর্তার এহেন দাবির পর স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয়েছে।

পেনসিলভ্যানিয়ার বাটলারে নির্বাচনী জনসভা চলাকালীন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ট্রাম্পের উপর হামলার ঘটনায় বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন জনসভা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় আততায়ী। গুলি কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় বর্ষীয়ান নেতার। এফবিআই জানিয়েছে, 'প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনসভায় যে হামলা চালিয়েছে তার নাম টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস। বয়স ২০। সে পেনসিলভ্যানিয়ার বেথেল পার্কের বাসিন্দা ছিল। ওই প্রদেশের ভোটার তালিকা অনুযায়ী টমাস রিপাবলিকান দলের সদস্য।'

এই হামলার পর রিপাবলিকানদের সমর্থন করে এক বার্তা দেন এলন মাস্ক। তিনি জানান, 'আমি সম্পূর্ণ রূপে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন জানাচ্ছি। এবং ওনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' পাশাপাশি নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ট্রাম্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিক্রেট সার্ভিসের প্রধানের ইস্তফার দাবিতেও সরব হন টেসলা কর্তা।

ট্রাম্পের ওপর হামলার পর মোদির সভায় বিস্ফোরণের স্মৃতি উসকে দিল বিজেপি

পাটনা, ১৪ জুলাই: নির্বাচনী জনসভায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর বন্দুকবাজের হামলার খবরে বিশ্বজুড়ে শোরগোলের মাঝেই মোদির নির্বাচনী সভায় বিস্ফোরণের স্মৃতি উসকে দিল বিজেপি। দলের মুখপাত্র অমিত মালব্যর মতে, বিশ্বের তাবড় নেতাদের ওপর হামলার ঘটনা বেড়েই চলেছে।

জানা গিয়েছে, পেনসিলভ্যানিয়ার বাটলারে নির্বাচনী জনসভা করছিলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বক্তৃতা চলাকালীন হঠাৎই তাঁকে দেখা যায় কানে হাত দিতে। তার পরই বিপদের আশঙ্কায় তিনি নীচু হতেই শোনা যায় গুলির শব্দ। ট্রাম্পের কান দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখে সভাস্থলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নেতাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। পরে তাঁকে ছেড়েও দেওয়া হয়। জানা যায়, রিপাবলিকান কর্মীর গুলিতেই আহত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী।

হামলার খবর পেয়ে এক্স হ্যান্ডেলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মোদিও। তার পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপি উসকে দিয়েছে মোদির জনসভায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার কথা। ২০১৩ সালের ২৭ অক্টোবর, গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মোদি নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন পাটনায়। তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন একাধিক বোমা বিস্ফোরণ হয়। মৃত্যু হয় ৬ জনের। তদন্তে জানা যায়, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জনতার মধ্যে হুড়োহুড়ির পরিস্থিতি তৈরির উদ্দেশ্য ছিল হামলাকারীদের।ভিড়ের মধ্যে মোদির ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর ষড়যন্ত্র করেছিল তারা।

বছর তিনেক আগে এই বিস্ফোরণের জন্য ৯ সন্ত্রাসবাদী দোষী সাব্যস্ত হয়। সেই ভয়াবহ স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে বিজেপির মুখপাত্র অমিত মালব্য বলেন, 'গোটা বিশ্ব খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। আমরা দেখেছি শিনজো আবের ওপরে হামলা হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছেন স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো। এবার সেই তালিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামও যুক্ত হল। বিশ্বজুড়ে ক্ষমতাশালী নেতাদের শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তার পরে সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করবে নানা দেশে, যাতে পুতুল নাচে তারা।'

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **2 nos.** work under **15th FC Tied 2024-25** Fund vide **Memo No.: 479/DGP & e-NIT No.: 05/DGP/PRO/2024-25, Date: 12.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **13.07.2024 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **23.07.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **26.07.2024 at 11:00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **2 nos.** work under **15th FC Tied 2024-25** Fund vide **Memo No.: 480/DGP & e-NIT No.: 06/DGP/PRO/2024-25, Date: 12.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **13.07.2024 at 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **23.07.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **26.07.2024 at 11:00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

মণিপুরে সশস্ত্র হামলায় নিহত সিআরপিএফ জওয়ান, আহত ৩

ইম্ফল, ১৪ জুলাই: এখনও মণিপুরে হিংসা অব্যাহত। রবিবার সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা হঠাৎই সিআরপিএফ জওয়ান এবং মণিপুর পুলিশের যৌথ নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা চালালে এক সিরিপিএফ জওয়ান নিহত হন। মৃতের নাম অজয় কুমার ঝাঁ। আহত হয়েছেন ৩ জন। তাঁর মধ্যে একজন জিবরাম থানার সাব-ইন্সপেক্টর।

মণিপুর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার মনমুঙ্গ গ্রামে গুলি চলার অভিযোগ পেয়ে রবিবার দুষ্কৃতীদের সন্ধানে যৌথ বাহিনীগ্রামে তল্লাশি অভিযানে গেলে, হামলা চালানো হয়। সকাল ৯টা বেজে ৪০ নাগাদ মণিপুর পুলিশ এবং সিআরপিএফের ২০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের ওপর দুষ্কৃতীরা হামলা করলে, গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় বিহারের বাসিন্দা ৪৩ বছরের সিআরপিএফ জওয়ানের। যৌথ বাহিনীর আরও তিন জওয়ান আহত হয়েছেন। রবিবার ইম্ফল পূর্ব এবং পশ্চিম জেলায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তার মধ্যে রয়েছে একে৫৬ রাইফেল, এসএলআর রাইফেল, বেশ কিছু পিস্তল, হ্যান্ড গ্রেনেড এবং ২৫ রাউন্ড গোলাবারুদ।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মণিপুরে হিংসা নিয়ে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সংসদে সরব হয়েছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ নীতির কারণে উত্তর-পূর্বের রাজ্যে হিংসা থামছে না। এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির নীরবতা নিয়েও কটাক্ষ করেন কংগ্রেস নেতা। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পালটা দাবি করেন, হিংসা রুখতে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কাজ করছে ভারত সরকার। তবে তা নিয়ে বিশেষ কিছু বলেননি তিনি।

আবিষ্কারে পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ড. এপিজে আব্দুল কালাম ইগনাইটেড মাইন চিলড্রেন ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডসে ভূষিত হল ১৪ বছরের সায়াংশ টাপুরিয়া। দ্য শ্রীরাম স্কুল গুরুগ্রামের নবম শ্রেণির ছাত্র সায়াংশ মৃগী রোগীদের সাহায্যের জন্য একটি অনন্য যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এই যন্ত্র মৃগী রোগীর শরীরে বাঁধা থাকলে খিঁচুনি এলেই রোগীর সহায়কের মোবাইলে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। এই যন্ত্রের মূল্য সাধারণের নাগালের মধ্যে আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে সায়াংশ। একই আবিষ্কারের জন্য প্লাখা ইউনিভার্সিটির ইয়ং ক্রিয়েটর লিগ অ্যাওয়ার্ড ও ইন্টেল কর্পোরেশনের সংবর্ধনা পেয়েছে সে।

জামিন পেয়েও ফের গ্রেপ্তার ইমরান ও বুশরা বিবি

ইসলামাবাদ, ১৪ জুলাই: শনিবারই বেআইনি বিয়ে মামলায় তাঁদের অব্যাহতি দিয়েছিল আদালত। কিন্তু সেই স্বস্তির রেশ কাটতে না কাটতেই ফের গ্রেপ্তার হলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি। তোষাখানা মামলায় এই গ্রেপ্তারি। রবিবার আদিয়ালা জেলের তিন নম্বর গেট দিয়ে বাইরে বেরনোর আগেই ইমরান জায়াকে আটক করে ন্যাব তথা ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো। আপাতত এখানেই জেরা করা হবে দু'জনকে।

উল্লেখ্য, তোষাখানা মামলায় ২০২৩ সালের ৫ অগস্ট গ্রেপ্তার হন ইমরান। হাজতবাসের পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ১ লক্ষ টাকার জরিমানাও করা হয়। জানিয়ে দেওয়া হয়, পাঁচ বছর কোনও নির্বাচনেও লড়তে পারবেন না তিনি। সেই থেকেই জেলবন্দি পিটিআই সুপ্রিমো। কিন্তু শনিবার বেআইনি বিয়ে মামলায় অব্যাহতি পেতেই উজ্জ্বল হয়েছিল খান দম্পতির রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা। যদিও ধোঁয়াশা ছিল। কিন্তু রবিবার পরিষ্কার হয়ে গেল মুক্তি আপাতত পাওয়া হচ্ছে না ইমরান-বুশরার। এদিন ফের তোষাখানা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে দম্পতিকে। জানা গিয়েছে, ব্যুরোর চেয়ারম্যানের ইস্যু করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ভিত্তিতেই এই গ্রেপ্তারি।

এদিকে বুশরা বিবির গ্রেপ্তারি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া বিরোধী নেতা ওমর আয়ুব খানের। তিনি আদিয়ালা জেল প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। পাশাপাশি জেল সুপারিটেন্ডেন্টকেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

কী এই তোষাখানা মামলা? ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি পদের অপব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাওয়া উপহার সামগ্রী সরকারি ভাণ্ডার বা তোষাখানায় জমা না করে বিপুল অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন তিনি বলে অভিযোগ। পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী, বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা যে সমস্ত উপহার দেন, সেগুলি পাক তোষাখানায় জমা হয়।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২৪/৪৩, তারিখ ১০.০৭. ২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারকদের থেকে ইলেক্ট্রনিক বিড আহ্বান করছেন। বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ উৎপাদনের কাজে উপকরণ সরবরাহের জন্য নিম্নরূপ ই-টেন্ডার/গুলি। বিশদ নির্দেশাবলীর জন্য সম্ভাব্য/উপযুক্ত সরবরাহকারীদের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলি ই-টেন্ডার, কেবলমাত্র ইলেক্ট্রনিক অফার বিড গ্রাহ্য করা হবে। **ক্রঃ নং; টেন্ডার নং; স্টোর উপকরণের বিবরণ; পরিমাণ; খোলার নির্ধারিত তারিখ;টেন্ডার মূল্য** নিম্নলিখিত-মতোঃ **[২৩৬]; ২৩২৩৫০৯৬এ;** আনুষঙ্গিক সহ কর্ডলেস হ্যান্ড অপারেটেড পাওয়ার ক্রিম্পিং টুল। মাপকাঠি নং ঃ ক্রিম্পিং বল ৫০কেএন (কমপক্ষে), ক্রিম্পিং পরিসীমা ১৬ থেকে ২৪০ বর্গ মিমি, স্ট্রোক ৪২ মিমি, ভোল্টেজ ১৮ভি সহ চার্জিংয়ের সময় ২ ঘণ্টা, ক্ষমতা ৩ এএইচ (কমপক্ষে)। ক্রিম্পিং সাইকেল ৬৫ থেকে ১৮৫ (কেবল্-এর মাপের ওপর নির্ভর করে)। আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ঃ (ক) সেফটি ভাল্ভ সহ কমপ্যাক্ট ১৮০ ডিগ্রি রোটেবল হেড, (খ) ক্রিম্পিং হেডের উপযুক্ত ১৬, ২৫, ৩৫, ৫০, ৭০, ৯৫, ১২০, ১৫০, ১৮৫, ২৪০ বর্গ মিমি কেব্লের ক্রিম্পিংয়ের জন্য ডাই সেট এবং ইন্ডেন্টর, (গ) ব্যাটারি ২টি, চার্জার ১টি, (ঘ) সিলিন্ডারের সিলিং রিং ঃ ১ সেট, সেফটি ভাল্ভের সিলিং রিং ঃ ১ সেট। বাঞ্ছনীয় মেক/ব্র্যান্ড ঃ জৈনসন, তাপারিয়া, ডুরোফিক্স, এরোবুম, পাওয়ারটিম, ইনারপ্যাক অথবা সমতুল্য অন্যান্য যে কোনো ভারতীয় মেক/ব্র্যান্ড (প্রস্তুতকারীকে অবশ্যই মেক ইন ইন্ডিয়া নীতি মেনে চলতে হবে); **টেন্ডার/ নথিপত্র অনুযায়ী;** ২৭/০৭/২০২৪; ০.০০ টাকা। **[২৩৭]; ৩১২৪২৫৩৫;** ১) মাপকাঠি নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৪৫৮/ই অনুযায়ী সিঙ্গল কোর কেব্ল ৪জিকেডব্লু-এএক্স১.৫, ১৮০০ভি, বিকে, ২) মাপকাঠি নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৪৫৮/ই অনুযায়ী সিঙ্গল কোর কেব্ল ৪জিকেডব্লু-এএক্স২.৫, ১৮০০ভি, বিকে, ৩) মাপকাঠি নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৪৫৮/ই অনুযায়ী সিঙ্গল কোর কেব্ল ৪জিকেডব্লু-এএক্স৬, ১৮০০ভি, বিকে, ৪) মাপকাঠি নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৪৫৮/ই অনুযায়ী সিঙ্গল কোর কেব্ল ৪জিকেডব্লু-এএক্স১০, ১৮০০ভি, বিকে, ৫) মাপকাঠি নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৪৫৮/ই অনুযায়ী সিঙ্গল কোর কেব্ল ৪জিকেডব্লু-এএক্স২৫, ১৮০০ভি, বিকে, ৬) মাপকাঠি নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৪৫৮/ই অনুযায়ী সিঙ্গল কোর কেব্ল ৪জিকেডব্লু-এএক্স৩৫, ১৮০০ভি, বিকে; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ৩১/০৭/২০২৪; ০.০০ টাকা। **[২৩৮]; ৩১২৪২৬৯০;** সিএলডব্লু মাপকাঠি নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১১২/সি অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯-এর জন্য আর্থিং কেবলের সেট; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ০৯/০৯/২০২৪; ০.০০ টাকা। **[২৩৯]; ৩১২৪২৫০১;** ১) মাপকাঠি নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৪৫৮/ই অনুযায়ী সিঙ্গল কোর কেব্ল ৯জিকেডব্লু-এএক্স১০, ৪০০০ভি, বিকে, ২) মাপকাঠি নং সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৪৫৮/ই অনুযায়ী সিঙ্গল কোর কেব্ল ৯জিকেডব্লু-এএক্স৭০, ৪০০০ভি, বিকে, ৩) মাপকাঠি নং সিএলডব্লু/ ইএস/৩/০৪৫৮/ই অনুযায়ী সিঙ্গল কোর কেব্ল ৯জিকেডব্লু-এএক্স১৫০, ৪০০০ভি, বিকে; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ৩১/০৭/২০২৪; ০.০০ টাকা। **[২৪০]; ২৯২৪৫০১৯বি;** সংযুক্তকৃত ড্রয়িং নং এসএসই/সি.লেইং/০১/এএল/ল্যাডার অনুযায়ী লোকোমোটিভের ভেতরে কেব্ল লেইং কাজের জন্য অ্যালুমিনিয়াম মই। বর্ণনা ঃ প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম সমেত অ্যালুমিনিয়াম ৫ ফুট স্টেপ ল্যাডার, প্ল্যাটফর্মের ভিত্তির চওড়া ২ ফুট × ১ ও ১/২ ফুট হবে সব কটি ধাপ অ্যালুমিনিয়াম চেকার্ড প্লেটের, মইয়ের সব ধাপ ২ ফুট × ১ ফুট অ্যালুমিনিয়াম চেকার্ড প্লেটের হবে, দুটি ধাপের মাঝের ফাঁক ১ ফুট, মইয়ের রেলিং-এর গার্ড রেল ১ ও ১/২ ইঞ্চি ডায়ামিটারের অ্যালুমিনিয়াম পাইপের হবে। মইয়ের প্রধান কাঠামো হবে ৩ ফুট। মাপ ঃ উচ্চতা - ৫ ফুট + এক্সটেনশন ১ ফুট (১২ এসডব্লুজি, অর্থাৎ ৩.১৮ মিমি)। মইয়ের কাঠামো নাট, বোল্ট ও রিভেটেড জয়েন্টের হবে। বেস লেগ ৫ ইঞ্চি ডায়ামিটারের ৬ মিমি রাউন্ড শেপের এম.এস. প্লেটের অনড় হবে। মইটির ওজনবাহী ক্ষমতা প্রায় ১২০-১৫০ কেজি; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ০২/০৮/২০২৪; ০.০০ টাকা। **[২৪১]; ২১২৪২৭৬৬;** ১) স্টিল পাইপ মাপ ঃ ৩২ মিমি এনবি × ৩.২ মিমি পুরু × ৩৫০০ মিমি দৈর্ঘ্য মাপকাঠি আইএস ঃ ১২৩৯ (পার্ট-১) ২০০৪ (মিডিয়াম), ২) স্টিল পাইপ সিমলেস নর্ম্যালাইজড, মাপ ঃ ২৫ মিমি, এনওএম বোর ওয়াল পুরুত্ব ৪.০৫ মিমি আইএস ঃ ১২৩৯ পিটি-১ ঃ ১৯৯০ র‍্যান্ডম দৈর্ঘ্য ৬ থেকে ৭ মিটারের পাইপ প্লেন অ্যাট এন্ড-এর গড় ব্যাসার্ধ ৩ গুণ ও/ডি-এর বেন্ডিং কোল্ড-এর জন্য উপযুক্ত। হার্ডনেস মান ১২৫ বি.এইচ.এন-এর মধ্যে, ৩) স্টিল পাইপ সিমলেস নর্ম্যালাইজড মাপ ঃ ৩২ মিমি এনওএম বোর ওয়াল পুরুত্ব ঃ ৪.০৫ মিমি মাপকাঠি ঃ আইএস ঃ ১২৩৯ পিটি.১ ঃ ১৯৯০ র‍্যান্ডম দৈর্ঘ্য ৬ থেকে ৭ মিটারের পাইপ প্লেন অ্যাট এন্ড-এর গড় ব্যাসার্ধ ৩ গুণ ও/ডি-এর বেন্ডিং কোল্ড-এর জন্য উপযুক্ত। হার্ডনেস মান ১২৫ বি.এইচ.এন-এর মধ্যে; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ০১/০৮/২০২৪; ০.০০ টাকা। **[২৪২]; ২১২৪২৭৪১;** রোলড আন-ইক্যুয়াল অ্যাঙ্গেল মাপ ঃ ১২৫ মিমি × ৭৫ মিমি × ১২ মিমি পুরু, ৯০০০ মিমি দৈর্ঘ্য আইএস ঃ ২০৬২ ঃ ২০১১ জিআর-ই ২৫০ সিইউ কোয়ালিটি-সি কিলড্ নর্ম্যালাইজড; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী;** ০৯/০৮/২০২৪; ০.০০ টাকা।
[PR4/524] পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া
অনুসরণ করুন ঃ www.facebook.com/clwrailways

হামাসের সামরিক প্রধান মহম্মদ দেইফকে খতম করতে ফের হামলা, মৃত ৯০

গাজা, ১৪ জুলাই: গাজায় হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত ইজরায়েলি সেনার! শনিবার ফের ভয়ংকর আঘাত হেনেছে তারা। এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৯০ জন প্যালেস্তিনীয়। এমনটাই দাবি গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের। তবে ইজরায়েল জানিয়েছে, হামাসের সামরিক প্রধান মহম্মদ দেইফকে খতম করতেই এদিন অভিযান চালানো হয়েছিল।

গত ১০ মাসে কার্যত মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে গোটা গাজা ভূখণ্ড। হামাস জঙ্গিদের নাম মুছে ফেলতে হাসপাতাল, স্কুল, ধর্মীয়স্থান, শরণার্থী শিবির সব জায়গায় হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল। ইহুদি দেশটির দাবি, ওই জায়গাগুলোতেই লুকিয়ে রয়েছে হামাস জেহাদিরা। এদিন গাজার আল মাওয়াসি এলাকায় 'অগ্নিবর্ষণ' করে ইজরায়েলি সেনা। এই অঞ্চলটিকে সাধারণ মানুষের আশ্রয়স্থল হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল। ঘরছাড়া মানুষরা সেখানে তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করছিলেন। সূত্রে খবর, শেখ ইউসেফ নামে শরণার্থী জানিয়েছেন, ইজরায়েলের হামলায় সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। চারদিকে মৃতদের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমি সেই দৃশ্য বর্ণনা করতে পারব না। গাজার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৯০ জন। আহত হয়েছেন অন্তত ৩০০। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই সংখ্যাটাই সবচেয়ে বেশি। মৃতদের মধ্যে মহিলা ও শিশুরাও রয়েছে।

বলে রাখা ভালো, আল মাওয়াসি এলাকাটিকে নিরীহ মানুষের আশ্রয়ের জায়গা হিসাবে চিহ্নিত করেছিল ইজরায়েলি ফৌজ। যে ঘরহারারা কোনও মাথা গোঁজার ঠাঁই পাননি তাঁরাই এখানে আশ্রয় নিতেন। কিন্তু বারেবারে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে এখানে হামলা চালানোর।

ভোজে আমিষ না থাকায় রণক্ষেত্র উত্তরপ্রদেশের বিয়েবাড়ি, আহত ৬

বরেলি, ১৪ জুলাই: বিয়েবাড়ির এলাহি ভোজে নেই মাংস। মাংস ছাড়াও কোনও আমিষ পদের ব্যবস্থা না থাকায় অশান্তি দানা বাধল। সেই নিয়ে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল উত্তরপ্রদেশের বিয়েবাড়ি। ভূরিভোজে আমিষ খাবার না পেয়ে রেগে গিয়ে কনেপক্ষের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ল বরের বাড়ির লোকজন। সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে গুরুতর আহত ৬ জন।

উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ার বাসিন্দা সুষমার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় অভিষেক শর্মা নামে এক যুবকের। বৃহস্পতিবার তাঁদের বিয়ের আসর বসে। মালাবদলের পরেই খেতে চায় বরপক্ষ। কিন্তু খাবার জায়গায় গিয়ে তাঁরা মেনুতে কোনও আমিষ পদ দেখতে পাননি। বেশ কিছু নিরামিষ পদের আয়োজন করা হয়েছিল।

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 36, KOLKATA, MONDAY
15 JULY 2024, PAGE 8

কলকাতা ১৫ জুলাই ২০২৪

ইউরো জয়ী স্পেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার সন্ধ্যায় উইম্বলডনের ফাইনালে নোভাক জোকোভিচকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে কার্লোস আলকারাজ জানিয়েছিলেন, নিজের কাজ করেছেন তিনি। এ বার দায়িত্ব স্পেনের ফুটবল দলের। আলকারাজরে কথা রাখলেন নিকো উইলিয়ামস, লেমিনে ইয়ামালেরা। লন্ডন থেকে ১১০০ কিলোমিটার দূরে জার্মানির বার্লিনে ইংল্যান্ডকে হারিয়েই ইউরো চ্যাম্পিয়ন হল স্পেন। ১২ বছর পরে আবার ইউরোপের সেরা দেশ হল তারা। চার বার ইউরো জিতল স্পেন। আরও এক বার ফাইনালে উঠে হারল ইংল্যান্ড। গত বার ঘরের মাঠে হারতে হয়েছিল ইটালির কাছে। এ বার স্পেন স্বপ্নভঙ্গ করল হ্যারি কেনদের। এখনও প্রথম ইউরোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাঁদের।

শুরু থেকেই স্পেনের পায়ে ছিল বল। নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট পাস খেলে দুই প্রান্ত ধরে আক্রমণে উঠছিল তারা।

১৫ মিনিটে প্রথম আক্রমণ তুলে আনে ইংল্যান্ড। ডান প্রান্ত ধরে ওঠেন কাইল ওয়াকার। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। তবে কিছুটা হলেও খেলায় ফেরে ইংল্যান্ড। বেশি বল পেতে শুরু করেন বেলিংহ্যামেরা। বেশি ক্ষণ অবশ্য সেই পরিস্থিতি থাকেনি। আবার আক্রমণ শুরু করে স্পেন। ইংল্যান্ডের কোচ গ্যারেথ সাউথগেট রক্ষণাত্মক পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছিলেন। স্পেনের ফুটবলারদের পায়ে বল থাকলেও ডিফেন্স চেরা পাস দেওয়ার জায়গা দিচ্ছিল না ইংল্যান্ড। গোলের সামনে ফুটবলার বাড়িয়ে স্পেনকে আটকে রেখেছিল তারা। প্রথমার্ধে সেই পরিকল্পনা কাজেও লেগে যায়। ৪৫ মিনিটের মাথায় ভাল সুযোগ পায় ইংল্যান্ড। ডান প্রান্ত ধরে ডেকলান রাইসের ফ্রিকিক ধরে শট মারেন ফিল ফোডেন। প্রথম পোস্টে ঠিক জায়গায় ছিলেন স্পেনের গোলরক্ষক উনাই সিমোন। বল ধরে নেন তিনি। গোলশূন্য অবস্থায় বিরতিতে যায় দু'দল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে একটি বদল করেন স্পেনের কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তে। রদ্রিকে তুলে নিয়ে মার্টিন জুবিমেন্ডিকে নামান তিনি। সেই পরিবর্তনে কিছুটা হলেও পরিকল্পনা গুলিয়ে যায় ইংল্যান্ডের। তার ফল পায় স্পেন। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর ১ মিনিট ১১ সেকেন্ডের মাথায় গোল করে স্পেনকে এগিয়ে দেন উইলিয়ামস। কার্ভাহাল বুটের ডগা দিয়ে বল বাড়ান ইয়ামালকে। ডান প্রান্তে বল ধরে ভিতরে ঢোকেন ইয়ামাল। তিনি বল বাড়ান অরক্ষিত অবস্থায় থাকা উইলিয়ামসকে। তাঁর বাঁ পায়ের শটে পরাস্ত হন ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক জর্ডন পিকফোর্ড। দুই তরুণ ফুটবলারেরা পায়ে ইউরোর ফাইনালে এগিয়ে যায় স্পেন। এই গোলের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের রক্ষণেরও দোষ ছিল। উইলিয়ামসকে কেউ লক্ষ্যই করেননি। ফাঁকায় বল পেয়ে গোল করেন তিনি।

পরের কয়েক মিনিট স্পেনের আক্রমণের গতি আরও বাড়ে। পর পর সুযোগ তৈরি করতে থাকে তারা। ৫০ মিনিটের মাথায় ড্যানি অলমোর শট পোস্টের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ৫৫ মিনিটে গোল করার সহজ সুযোগ ফস্কান স্পেনের অধিনায়ক আলভারো মোরাতা। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করে ইংল্যান্ড। ৬০ মিনিটের মাথায় কেনকে তুলে নেন সাউথগেট। যত ক্ষণ মাঠে ছিলেন দেখাই যায়নি কেনকে। তাই তাঁর বদলে সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের নায়ক অলি ওয়াটকিন্সকে নামান তিনি। ৬৩ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ভাল শট মারেন বেলিংহ্যাম। কিন্তু বল গোলে রাখতে পারেননি তিনি। এগিয়ে গেলেও আক্রমণের ধার কমায়নি স্পেন। তারা জানত, বেশি রক্ষণাত্মক হয়ে পড়লে দল চাপে পড়ে যেতে পারে। ৬৭ মিনিটের মাথায় অলমোর পাস ধরে বক্সে ঢুকে দ্বিতীয় পোস্টে বল রাখার চেষ্টা করেন ইয়ামাল। ঝাঁপিয়ে বল বার করেন পিকফোর্ড। নইলে সেমিফাইনালের পরে ফাইনালেও গোল করে ফেলতেন ইয়ামাল। দু'দলই গোল করার চেষ্টা করছিল। ইংল্যান্ডের লক্ষ্য ছিল সমতা ফেরানোর। স্পেন চেষ্টা করছিল ব্যবধান বাড়াতে। ফলে কিছুটা হলেও ওপেন হয়ে যায় খেলা। অনেক বেশি সুযোগ তৈরি হতে থাকে। ৭৩ মিনিটের মাথায় সমতা ফেরায় ইংল্যান্ড। আরও এক জন পরিবর্ত ফুটবলার হাসি ফোটান সমর্থকদের মুখে। ৭০ মিনিটের মাথায় নেমেছিলেন কোল পামার। বুকায়ো সাকা ও বেলিংহ্যামের পা হয়ে বল আসে তাঁর কাছে। বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের মাটি ঘেঁষা শটে সিমোনকে পরাস্ত করেন পামার। গোল খেয়ে কিছুটা হলেও চাপে পড়ে স্পেন। তার সুযোগ তোলার চেষ্টা করে ইংল্যান্ড। প্রথমার্ধের রক্ষণাত্মক ফুটবল ছেড়ে পুরোপুরি আক্রমণে ওঠে তারা। পরিবর্ত ফুটবলারেরা নজর কাড়ছিলেন।

৮১ মিনিটের মাথায় আবার ইংল্যান্ডকে বাঁচান পিকফোর্ড। বক্সের মধ্যে থেকে শট মেরেছিলেন ইয়ামাল। কিন্তু পিকফোর্ডকে পরাস্ত করতে পারেননি তিনি। দু'দলই জানত, এই সময় গোল খেলে ফিরে আসা কঠিন হবে। তাই আক্রমণ করলেও রক্ষণ সামলে রেখেছিল তারা। খেলা ধীরে ধীরে অতিরিক্ত সময়ের দিকে এগোচ্ছিল।

৮৬ মিনিটের মাথায় স্পেনকে এগিয়ে দেন পরিবর্ত হিসাবে নামা মিকেল ওয়্যারজাবাল। বাঁ প্রান্ত ধরে ওঠেন কুকুরেয়া। তিনি বল বাড়ান বক্সে। ডিফেন্ডারের আগে বলে পা লাগান ওয়্যারজাবাল। পিকফোর্ডকে পরাস্ত করে গোল করেন তিনি। গোল শোধ করার অনেক চেষ্টা করে ইংল্যান্ড। শেষ দিকে গোললাইন সেভ করেন অলমো।

কোপা আবার মেসির

নিজস্ব প্রতিনিধি: চোট পেয়ে যখন লিয়োনেল মেসি মাঠ ছাড়ছেন তখন স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের চোখে জল। কোপা আমেরিকা জেতার জন্য যে খেলোয়াড়ের উপর তাঁরা ভরসা করেছিলেন, সেই তিনিই তো তখন মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না মেসিও। বেঞ্চে বসে হাউ হাউ করে কাঁদলেন। ঠিক যে ভাবে ২০১৬ সালের ফাইনালে চিলির বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে পেনাল্টি ফস্কে কেঁদেছিলেন তিনি। তবে সে বার হারের বোঝা মাথায় নিয়ে বিদায় নিতে হয়েছিল তাঁকে। এ বার মেসি-হীন আর্জেন্টিনা জিতল। লাউতারো মার্তিনেস জেতালেন মেসির আর্জেন্টিনাকে। চলতি কোপায় যখনই নেমেছেন গোল করেছেন মার্তিনেস। আরও এক বার সেই কাজটা করলেন তিনি।

প্রাথমিক চাপ সামলে আক্রমণে উঠতে শুরু করে কলম্বিয়া। গতি ও শক্তি, দুই ব্যবহার করছিল তারা। আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের গতিতে পরাস্ত করছিলেন হামেস রদ্রিগেস, লুইস দিয়াজরো। ৬ মিনিটে সুযোগ চলে আসে কলম্বিয়ার কাছে। বক্সের বাইরে থেকে শট মারেন কর্ডোবা। তাঁর শট পোস্টে লেগে বেরিয়ে যায়। প্রান্ত ধরে আক্রমণ করছিল কলম্বিয়া। প্রতিটি বলের জন্য প্রেস করছিলেন ফুটবলারেরা। আর্জেন্টিনা খেলার গতি কিছুটা কমানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারছিল না। মেসি, দি মারিয়ারা বল ধরলেই কলম্বিয়ার দু'তিন জন ফুটবলার তাঁদের ঘিরে ধরছিলেন। ফলে বল বেরিয়ে যাচ্ছিল।

প্রথম ২০ মিনিট সে ভাবে দেখা যায়নি মেসিকে। ২০ মিনিটের মাথায় প্রথম বার দলগত আক্রমণ তুলে আনে আর্জেন্টিনা। বক্সে ঢুকে শট মারেন মেসি। যদিও ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষকের যৌথ প্রচেষ্টায় তা আটকে যায়। ৩০ মিনিটের পরে আরও কয়েকটি সুযোগ তৈরি করে কলম্বিয়া। আর্জেন্টিনার গোলের নীচে থাকা এমিলিয়ানো মার্তিনেসকে পরাস্ত করা সহজ ছিল না। মেসিকে দেখে মনে হচ্ছিল, ১০০ শতাংশ সুস্থ নন তিনি। তার মাঝেই ৩৬ মিনিটের মাথায় শট মারতে গিয়ে চোট পান মেসি। বেশ কিছু ক্ষণ পড়ে থাকেন তিনি। পরে আবার মাঠে নামলেও একটু খোঁড়াচ্ছিলেন মেসি। কিছুটা গা বাঁচিয়ে খেলার চেষ্টা করছিলেন। কলম্বিয়ার ফুটবলারেরা মাঝে মাঝে ফাউল করছিলেন। ফলে খেলার গতি থমকে যাচ্ছিল। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে আর কোনও গোল আসেনি। গোলশূন্য অবস্থায় বিরতিতে যায় দু'দল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেও একই পরিকল্পনা নিয়ে খেলতে থাকে কলম্বিয়া। সেই প্রেসিং ফুটবল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে খেলার ধরন কিছুটা বদলায় আর্জেন্টিনা। তারাও গতি বাড়িয়ে খেলার চেষ্টা করে। কলম্বিয়ার ফুটবলারদের শারীরিক ক্ষমতার কাছে একটু হলেও পিছিয়ে পড়ছিল আর্জেন্টিনা। ৫৩ মিনিটের মাথায় কর্নার থেকে ফাঁকায় হেড করার সুযোগ পান ডেভিডসন স্যাঞ্চেজ। কিন্তু গোলে বল রাখতে পারেননি তিনি।

চাপ সামলে খেলায় ফেরার চেষ্টা করে আর্জেন্টিনা। বাঁ প্রান্ত ধরে সচল ছিলেন দি মারিয়া। দ্রুত কয়েকটি আক্রমণ তুলে আনেন তিনি। ৫৮ মিনিটের মাথায় একক দক্ষতায় বক্সে ঢুকে শট মারেন দি মারিয়া। ভাল বাঁচান গোলরক্ষক। যখনই আর্জেন্টিনা আক্রমণে উঠছিল তখনই ফাউল করছিল কলম্বিয়া। মারকুটে ফুটবল খেলছিল তারা। মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেননি আর্জেন্টিনার কোচ লিয়োনেল স্কালোনি। সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে রেগে যান তিনি। তাঁকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন সহকারীরা।

৬৪ মিনিটের মাথায় বড় ধাক্কা খায় আর্জেন্টিনা। প্রথমার্ধের চোট সামলে দ্বিতীয়ার্ধে নামলেও ভাল দেখাচ্ছিল না তাঁকে। একটি স্প্রিন্ট টানতে গিয়ে নিজেই পড়ে যান তিনি। বোঝা যাচ্ছিল, হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছে। কোনও ভাবেই আর খেলা চালাতে পারেননি তিনি। মাঠ ছাড়েন মেসি। বেঞ্চে বসে নিজেকে সামলাতে পারেননি তিনি। প্রথমে এক পায়ের জুতো ছুড়ে ফেলেন। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন মেসি। বোঝা যাচ্ছিল, ফাইনালে খেলতে না পারার যন্ত্রণা তাঁর চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। মেসি ওঠার পরে কাঁদতে দেখা যায় আর্জেন্টিনার সমর্থকদেরও।

খেলা যত গড়াচ্ছিল, তত উত্তেজনা বাড়ছিল। গা-জোয়ারি ফুটবল খেলে আর্জেন্টিনার ছন্দ ভেঙে দিচ্ছিল কলম্বিয়া। তার মাঝেই ৭৫ মিনিটের মাথায় গোল করেন মেসির পরিবর্ত হিসাবে নামা নিকো গঞ্জালেস। কিন্তু অফসাইডে সেই গোল বাতিল হয়। ৮৭ মিনিটের মাথায় আবার একটি সুযোগ পায় আর্জেন্টিনা। এ বারও গোল হয়নি। খেলা ধীরে ধীরে টাইব্রেকারের দিকে এগোচ্ছিল।

ঠিক তখনই জাদু দেখালেন পরিবর্ত হিসাবে নামা লাউতারো মার্তিনেস। এ বারের কোপায় বার বার আর্জেন্টিনার ত্রাতা হয়ে উঠেছেন তিনি। আরও এক বার হলেন। ১১২ মিনিটের মাথায় লো সেলসোর পাস ধরে বক্সে ঢুকে গোলরক্ষককে পরাস্ত করে গোল করেন লাউতারো। তার পরে সোজা ছুটে যান মেসির দিকে। গিয়ে জড়িয়ে ধরেন। মেসিকে দেখে মনে হচ্ছিল, ধরে প্রাণ ফিরে পেয়েছেন তিনি।

খেলার বাকি সময় আরও মারামারি হল। বিশেষ করে গোল শোধ করার জন্য শারীরিক শক্তি ব্যবহার করছিলেন কলম্বিয়ার ফুটবলারেরা। তাতে কাজের কাজ হয়নি। লাউতারোর করা একমাত্র গোলে কোপা জিতে মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা।

টানা দ্বিতীয়বার উম্বলডনের রাজার আসনে আলকারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাজল না ভায়োলিন। চ্যাম্পিয়ন হয়ে ঘাসও খেলেন না কেউ। উইম্বলডনের সেন্টার কোর্ট দেখল এক অচেনা নোভাক জোকোভিচকে। বেসলাইন থেকে প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দিয়ে ডাউন দ্য লাইন শটও দেখা গেল না। বদলে অনেক বেশি ক্রস কোর্ট শট খেলার চেষ্টা করলেন। বার বার নেটে এগিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে সহজ শট মিস্ করলেন। তিনি কী পরিকল্পনা করে নেমেছিলেন সেটাই বোঝা গেল না। জোকোভিচের ভুল কাজে লাগালেন কার্লোস আলকারাজ। গত বছর এই সেন্টার কোর্টে জোকোভিচকে হারিয়ে তারকা হয়েছিলেন আলকারাজ। তাতে যেন সিলমোহর পড়ল এ বার। যে ভাবে বেসলাইন থেকে ড্রপ শটে জোকোভিচকে বোকা বানালেন, যে ভাবে ডাউন দ্য লাইন শট খেললেন তাতে অবাক হলেন সবাই। জোকোভিচ নিজেও হাততালি দিতে বাধ্য হলেন। ৩৭-এর জোকোভিচকে স্ট্রেট সেটে (৬-২, ৬-২, ৭-৬) হারিয়ে পর পর দু'বার ঘাসের কোর্টের রাজা হলেন ২১-এর আলকারাজ। লন্ডনের কোর্টে স্পেনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি।

২০১৮ সালে শেষ বার পুরুষদের উইম্বলডন ফাইনাল স্ট্রেট সেটে জিতেছিলেন জোকোভিচ। ছ'বছর পরে সেই জোকোভিচকে স্ট্রেট সেটে হারিয়েই উইম্বলডন জিতলেন আলকারাজ।

জোকোভিচের কাছে সুযোগ ছিল ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার। ঘাসের কোর্টে রজার ফেডেরারের আটটি উইম্বলডন জেতার রেকর্ড স্পর্শ করার। অন্য দিকে আলকারাজ নেমেছিলেন পর পর দু'বার উইম্বলডন জিততে। নিজের চতুর্থ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে। সেন্টার কোর্ট দেখল, কী ভাবে এক সেরাকে দাঁড় করিয়ে হারালেন এক ভবিষ্যতের সেরা। জোকোভিচ বুঝতেই পারলেন না, কী ভাবে খেলা তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে গেল। যত সময় গড়াল তত দাপট দেখালেন আলকারাজ। গতি ও পাওয়ারের পাশাপাশি সেখানে ছিল শিল্পও। রজার ফেডেরার ও রাফায়েল নাদাল, দু'জনের খেলাই দেখা গেল আলকারাজরে র্যাকেটে। মাঝেমধ্যে পুরনো জোকোভিচের ঝলক দু'-এক বার দেখা গেলেও গোচা ম্যাচে নিষ্প্রভ ছিলেন তিনি। হতে পারে হাঁটুর সমস্যা খানিকটা হলেও সমস্যায় ফেলল তাঁকে। হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করিয়ে নেমেছিলেন। ফাইনাল পর্যন্ত কোনও সমস্যা না হলেও ফাইনালে আলকারাজরে গতির সামনে কিছুটা হলেও খেই হারালেন তিনি। জোকোভিচকে দেখে মনে হল, দমে পাল্লা দিতে পারছেন না তিনি।

জোকোভিচের সমস্যা ধরা পড়ে প্রথম সেটের প্রথম গেমেই। সার্ভিস করতে গিয়ে বার বার সমস্যায় পড়লেন তিনি। প্রথম গেম চলল ১৪ মিনিট ধরে। আলকারাজ পাঁচ বার জোকোভিচের সার্ভিস ভাঙার সুযোগ পান। প্রথম চার বার জোকোভিচ ফিরে আসেন। তিনিও সার্ভিস ধরে রাখার সুযোগ পান। শেষ পর্যন্ত পঞ্চম বারে জোকোভিচের সার্ভিস ভেঙে এগিয়ে যান আলকারাজ। দ্বিতীয় গেম মাত্র ৩ মিনিটে শেষ হয়ে গেল। নিজের সার্ভিস ধরে রাখলেন আলকারাজ। তৃতীয় গেমে ফিরলেন জোকোভিচ। নিজের সার্ভিস ধরে রাখলেন তিনি। তাতে সমস্যা হয়নি আলকারাজরে। কারণ, নিজের সার্ভিস ধরে রাখছিলেন তিনি। দু'টি এস মেরে চতুর্থ গেম জিতে ৩-১ এগিয়ে যান আলকারাজ। পঞ্চম গেমে আবার জোকোভিচের সার্ভিস ভেঙে দিলেন আলকারাজ। ডাবল ফল্ট করলেন জোকার। ফলে ৪-১ গেমে এগিয়ে যান আলকারাজ। ষষ্ঠ গেমে আলকারাজরে সার্ভিস ভাঙার সুযোগ পেয়েছিলেন জোকোভিচ। কিন্তু পারেননি। তার ফয়দা তোলেন স্পেনের খেলোয়াড়। নিজের সার্ভিস ধরে রেখে ৫-১ এগিয়ে যান তিনি। লড়াই ছাড়েননি জোকোভিচ। সপ্তম গেমে নিজের সার্ভিস ধরে রাখেন তিনি। তাতে অবশ্য সেট বাঁচাতে পারেননি জোকোভিচ। অষ্টম গেমে নিজের সার্ভিস ধরে রেখে প্রথম সেট নিজের নামে করলেন আলকারাজ। ৪১ মিনিটের লড়াইয়ে প্রথম সেট তিনি জেতেন ৬-২ গেমে।

প্রথম সেটের রিপ্লে দেখা গেল দ্বিতীয় সেটের শুরুতেও। আবার জোকোভিচের সার্ভিস ভেঙে দেন আলকারাজ। তবে প্রথম সেটের মতো দ্বিতীয় সেটে অতটা সময় নেননি তিনি। দু'টি ব্রেক পয়েন্ট পান। তার মধ্যে একটি কাজে লাগান তিনি। দ্বিতীয় গেমে দু'বার ডাবল ফল্ট করে চাপে পড়ে যান আলকারাজ। কিন্তু তার পরেও গেম জেতেন তিনি। জোকোভিচ বার বার ভুল করতে থাকেন। তাঁর পরিকল্পনা বোঝা যাচ্ছিল না। সাধারণত তিনি যে সব শট খেলেন না, সেগুলোই খেলার চেষ্টা করতে থাকেন। তাতে সমস্যা বাড়ে জোকোভিচের। তৃতীয় গেমেও পিছিয়ে পড়েছিলেন জোকোভিচ। কিন্তু নিজের সার্ভিস ধরে রাখেন তিনি। ড্রপ শট মেরে জেতেন গেম। তবে ছন্দে খেলছিলেন আলকারাজ। যে ভাবে বেস লাইন থেকে ড্রপ শট খেলছিলেন তা অবাক করে সবাইকে। জোকোভিচও হাততালি দিতে বাধ্য হন। নিজের সার্ভিস ধরে রেখে ৩-১ এগিয়ে যান আলকারাজ। পঞ্চম গেমে নিজের সার্ভিস ধরে রাখেন জোকোভিচ। তবে আলকারাজরে সার্ভিস কোনও ভাবেই ভাঙতে পারছিলেন না জোকোভিচ। নিজের সার্ভিস ধরে রেখে ৪-২ গেমে এগিয়ে স্পেনের খেলোয়াড়। অচেনা দেখাচ্ছিল জোকোভিচকে। বার বার নেটে যাচ্ছিলেন। সেখানে গিয়ে ভুল করছিলেন। তার ফয়দা তুলছিলেন আলকারাজ। আরও এক বার জোকোভিচের সার্ভিস ভাঙেন তিনি। দ্বিতীয় সেটে ৫-২ গেমে এগিয়ে যান আলকারাজ। আর ফিরতে পারেননি জোকোভিচ। নিজের সার্ভিস ধরে রেখে ৩৪ মিনিটের লড়াইয়ে ৬-২ গেমে দ্বিতীয় সেটও জিতে যান আলকারাজ।

আগের দুই সেটে প্রথম গেমে নিজের সার্ভিস খুইয়েছিলেন জোকোভিচ। তৃতীয় সেটে তা হয়নি। দুই তারকাই নিজেদের সার্ভিস ধরে রাখছিলেন। প্রথম দুই সেটের তুলনায় তৃতীয় সেটে জোকোভিচকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল। অন্তত নিজের সার্ভিসের ক্ষেত্রে। তবে শুধু নিজের সার্ভিস ধরে রাখলেই হত না, আলকারাজরে সার্ভিসও ভাঙতে হত। সেটা হচ্ছিল না। একটা সময় পড়ে হতাশ দেখাচ্ছিল জোকোভিচকে। নিজের সঙ্গে কথা বলছিলেন। একটা করে ভুল করে বিরক্ত হচ্ছিলেন। আনফোর্সড এরর করছিলেন জোকোভিচ। ২৫ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক যে ভাবে গোটা ম্যাচ ধরে বার বার একই ভুল করলেন তা খুব একটা দেখা যায় না। প্রথম দুই সেটের শিক্ষা নিয়ে তৃতীয় সেটে ফিরতে পারলেন না সার্বিয়ার তারকা।

তৃতীয় সেটের ষষ্ঠ গেমও ১১ মিনিটে গড়াল। জোকোভিচ সুযোগ পেয়েছিলেন আলকারাজরে সার্ভিস ভাঙার। কিন্তু পারেননি। সার্ভিস ধরে রেখে সেট ৩-৩ করেন আলকারাজ। জোকোভিচও নিজের সার্ভিস ধরে রাখছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, সেট টাইব্রেকারের দিকে এগোচ্ছে। ঠিক তখনই জোকোভিচের সার্ভিস ভেঙে এগিয়ে যান আলকারাজ। পরের গেমেই চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য সার্ভিস করছিলেন তিনি। তিনটি ম্যাচ পয়েন্টও পেয়ে যান আলকারাজ। ঠিক তখনই পর পর ভুল করেন আলকারাজ। জোকোভিচকে সুযোগ করে দেন তিনি। তিনটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে আলকারাজরে সার্ভিস প্রথম বারের জন্য ভাঙেন তিনি। সেট ৫-৫ করেন নোভাক। খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে আর ভুল করেননি আলকারাজ। ৭২ মিনিটের লড়াইয়ে স্ট্রেট সেটে জোকোভিচকে উড়িয়ে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হলেন স্পেনের তারকা। তৈরি করলেন নিজের সাম্রাজ্য।

জিম্বাবুয়েকে আর সুযোগ দিল না ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম ম্যাচে অঘটনের পর জিম্বাবুয়েকে আর সুযোগ দেয়নি ভারত। হারারেতে সিরিজের পরের চার ম্যাচের সব কটিতে জিতে ৪-১,এ সিরিজ জিতে নিল ভারত।

আজ হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে টি,টোয়েন্টির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ৬ উইকেটে ১৬৭ রানের জবাবে জিম্বাবুয়ে ১৮.৩ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে করতে পেরেছে ১২৫ রান। শেষ পর্যন্ত ৪২ রানের জয় পেয়েছে ভারত।

আগের ম্যাচে জিম্বাবুয়ের দুই ওপেনার ওয়েসলি মাধেভেরে ও তাদিওয়ানাশি মারুমানি গড়েন ৫২ বলে ৬৩ রানের জুটি। আজ রান তাড়ায়ও দুজনের কাছে এমন কিছুরই আশা ছিল জিম্বাবুয়ের। কিন্তু মুকেশ কুমারের বলে মাধেভেরে ০ রানে আউট হলে তা আর হয়নি। তিনে নামা ব্রায়ান ব্যানেট ২ বাউন্ডারিতে ৮ বলে ১০ রানে আউট হলে ম্যাচ থেকেই ছিটকে পড়ে স্বাগতিকেরা।

মাঝের ওভারে টিকে থাকার চেষ্টা করেন মারুমানি ও ডিওন মায়ার্স। মারুমানি ২৭ রান করেন ২৪ বলে, মায়ার্সের ৩৪ রান এসেছে ৩২ বলে। জিম্বাবুয়ের দুই ফিনিশার সিকান্দার রাজা (৮) ও জনাথন ক্যাম্পবেলও (৪) কিছু করতে পারেননি। অলরাউন্ডার ফারাজ আকরাম শেষের দিকে ১৩ বলে ২টি চার ও ২টি ছক্কায় ২৭ রানের ইনিংস খেলে জিম্বাবুয়ের পরাজয়ের ব্যবধান কমিয়েছেন। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন পেসার মুকেশ।

সিরিজজুড়ে ভারতের ব্যাটিং ছিল টপ অর্ডারনির্ভর। এক দিন অভিষেক শর্মা, আরেক দিন যশস্বী জয়সোয়াল। দুজনের কেউ না হলে অধিনায়ক শুভমান গিল। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটিতে হারের পর টানা তিন ম্যাচে ভারত দাপট দেখিয়ে জিতেছে এই তিন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানের সৌজন্যে।

শেষ ম্যাচে তা হয়নি। পাওয়ারপ্লের পঞ্চম ওভারের মধ্যে ৪০ রান তুলে আউট জয়সোয়াল, অভিষেক ও গিল। তবে টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হলেও জ্বলে উঠেছেন সঞ্জু স্যামসন ও রিয়ান পরাগ। দুজন মিলে ৬৫ রানের জুটি গড়ে প্রাথমিক বিপদ সামলে ফেলেন।

লেগ স্পিনার ব্রেন্ডন মাভুতা ১৫তম ওভারে এসে পরাগকে ফেরালে ভাঙে দুজনের জুটি। পরাগের ব্যাট থেকে আসে ২৪ বলে ২২ রানের ইনিংস, ভারতের রান তখন ১৪.২ ওভারে ১০৫। স্যামসন ৪৫ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলে ভারতের রানটাকে ১৩৫-এ নিয়ে যান। স্যামসনের ১২৮ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে ছিল ১টি চার ও ৪টি ছক্কা। শেষ দিকে শিবাম দুবের ১২ বলে ২টি চার ও ২টি ছক্কায় ২৬ রানের ক্যামিও ভারতকে দেড় শর ওপারে নিয়ে যায়। ১৯ রানে ২ উইকেট নেওয়া ব্লেসিন মুজারাবানি ছিলেন জিম্বাবুয়ের সেরা বোলার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত ২০ ওভারে ১৬৭/৬ (স্যামসন ৫৮, দুবে ২৬, পরাগ ২২; মুজারাবানি ২/১৯, এনগারাভা ১/২৯, রাজা ১/৩৭)।

জিম্বাবুয়ে ১৮.৩ ওভারে ১২৫ অলআউট

(মায়ার্স ৩৪, আকরাম ২৭, মারুমানি ২৭; মুকেশ ৪/২২, দুবে ২/২৫, সুন্দর ১/৭)

ফল ভারত ৪২ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ শিবম দুবে।

ম্যান অব দ্য সিরিজ ওয়াশিংটন সুন্দর।

সিরিজ ভারত ৪,১ ব্যবধানে জয়ী।

মালয়েশিয়ায় লা লিগা যুব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ভবানীপুর প্রো ইন্ডিয়া অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইতিহাস ভবানীপুর এফসি প্রো ইন্ডিয়া অ্যাকাডেমির। ভারতের প্রথম ক্লাব হিসাবে লা লিগা যুব প্রতিযোগিতায় (অনূর্ধ্ব-১৪) অংশ নিয়েই ট্রফি জিতল তারা।

মালয়েশিয়ার হওয়ায় প্রতিযোগিতায় ফাইনালে তারা হারিয়েছে তাইল্যান্ডের ভাচিলারাই ইউনাইটেডকে।

গ্রুপ পর্বের প্রতিটি ম্যাচেই জিতেছিল ভবানীপুর। প্রথম ম্যাচে ওলে ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ৩-০ গোলে হারায় তারা। দ্বিতীয় ম্যাচে জুনিয়র হকসকে ১২-০ গোলে হারায়। তৃতীয় ম্যাচে নন্দ ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ৪-০ গোলে হারায়। চতুর্থ ম্যাচে লেস্তারি জুনিয়রকে ২-০ গোলে পরাজিত করে।

কোয়ার্টার ফাইনাল ভবানীপুর ৫-০ হারায় ডেস্টিনি এফসি-কে। সেমিফাইনালে সামনে ছিল লেস্তারি জুনিয়র। তাদের ১-০ হারায়। রবিবার দুপুর ২টো থেকে ফাইনাল খেলা ছিল। তাদেরও হারিয়ে ট্রফি জিতল ভবানীপুর।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**